ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

রাবেয়া আক্তার কনিকা, কাওসার আহমেদ, মো. জুলকারনাইন

১২ এপ্রিল ২০২২

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি*

গবেষণা দল
রাবেয়া আক্তার কনিকা, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*
কাওসার আহমেদ, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ*
মো. জুলকারনাইন, *রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩ , ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ২

গবেষণার প্রেক্ষাপট ২

গবেষণার যৌক্তিকতা ৪

গবেষণার উদ্দেশ্য ৪

গবেষণার পরিধি ৪

গবেষণা পদ্ধতি ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থা ৭

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় অগ্রগতি ৭

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ৭

তৃতীয় অধ্যায়: টিকা ব্যবস্থাপনা ১২

কোভিড-১৯ টিকা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল ১২

টিকা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ ১৩

কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ১৪

চতুর্থ অধ্যায়: করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ২১

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ২৩

পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ২৭

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ২৭

গবেষণার সুপারিশ ২৭

সংযুক্তি ১: তথ্যপঞ্জি ২৮

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকার এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অতিমারী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসহ করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশা-জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন অন্যতম প্রাধান্য লাভ করেছে। সংক্রমণ শুরুর পর থেকে থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত তিনটি গবেষণায় করোনা সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান, ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধসহ সুশাসনের সকল সূচকে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এসব কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগ সত্ত্বেও জুন ২০২১ পরবর্তী সময়েও সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা যায়। বিদ্যমান সুশাসনের এই অব্যাহত চ্যালেঞ্জ সাধারণ জনগণ বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের তিনটি গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের বিশেষকরে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে চতুর্থ দফা এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়।

এই গবেষণায় দেখা যায়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম, এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। করোনা সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান এবং সেবা সম্প্রসারণ করা হয়নি, যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রমে সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্যতা ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজমান ছিল, যা সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবার ক্ষেত্রে ঘাটতি এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে যা একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে অপরদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে। প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকায় করোনার প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি যা সুশাসনের সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতা, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা, বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, টিকাগ্রহীতা, করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণা সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. জুলকারনাইন, কাওসার আহমেদ এবং রাবেয়া আক্তার কনিকা। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা এবং খসরা প্রতিবেদনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসন নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

গবেষণার প্রেক্ষাপট

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া করোনাভাইরাস অতিমারীর দুই বছর অতিক্রম হয়েছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশে চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ, টিকা প্রদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে। তবে করোনাভাইরাসের রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন নতুন ধরন/প্রজাতির উদ্ভব হওয়ার ফলে এই প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসমূহ বারবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসের পাঁচটি ধরনে রূপান্তর ঘটেছে। যার মধ্যে রয়েছে আলফা (বি. ১.১.৭), বেটা (বি.১.৩৫১), গামা (পি.১), এবং ডেল্টা (বি. ১.৬১৭.২)। সর্বশেষ রূপান্তরিত ধরন হচ্ছে ওমিক্রন (বি.১.১.৫২৯)।[১] ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট সর্ব প্রথম ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে চিহ্নিত হয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে এটাকে নতুন ধরন (variants of concern) হিসেবে শ্রেণিকৃত করে।[২] করোনাভাইরাসের রূপান্তরিত প্রতিটি নতুন ধরন পূর্বের ধরনের চাইতে অধিক হারে সংক্রমণ বিস্তারে সক্ষম বা রোগের তীব্রতা বেশি হয়ে থাকে বা গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, রোগ চিহ্নিতকরণ ও টিকা ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে তোলে।[৩] পূর্বের ধরনগুলোর চাইতে ওমিক্রনের সংক্রমণ বিস্তারের ক্ষমতা বেশি হলেও রোগের তীব্রতা কম। একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে ওমিক্রনে আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি ৪৭ শতাংশ কম। তবে ইতিপূর্বে আক্রান্ত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়া বা টিকা গ্রহণ করার পরও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ওমিক্রনের ক্ষেত্রে অধিক বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৪] ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্তের সংখ্যা ৪৮ কোটি ৬৭ লাখ ৬১ হাজার ৫৯৭ এবং ৬১ লাখ ৪২ হাজার ৭৩৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।[৫]

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, রোগের তীব্রতা হ্রাস করা এবং মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করতে ডিসেম্বর ২০২০ এর শুরু থেকে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ টিকা প্রদান করা শুরু হয়। বর্তমানে নয় ধরনের টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি ব্যবহার্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে।[৬] ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ১ হাজার ১০৫ কোটি ৪৪ লাখ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।[৭] ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি কৌশলপত্রে ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষকে এবং ২০২২ সালের জুনের মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যদিও ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৯৮টি দেশ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।[৮] কিছু কিছু ধনী দেশ অতিরিক্ত টিকা মজুদ বা নিজ দেশের মানুষের টিকা নিশ্চিত করার জন্য কিছু দেশ উৎপাদিত টিকা রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বিভিন্ন দেশে টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসমতা বিরাজ করছে।[৯] কোভিড-১৯ টিকার ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতার কারণে শুধু দরিদ্র দেশের মানুষেরা বঞ্চিতই হচ্ছে না, বরং টিকার আওতার বাইরে থেকে যাওয়া এলাকায় নতুন ভ্যারিয়েন্টের উদ্ভবের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং তা পুনরায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।[১০]

বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনাভাইরাস সংক্রমণের প্রায় ২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে বিরাজ করছে। কখনো কখনো করোনাভাইরাস অল্প কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণে আসলেও বারবার নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের অনুপ্রবেশের ফলে বারবার সংক্রমণ পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে।

---

[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ট্র্যাকিং সার্স-কোভ-২ ভ্যারিয়েন্ট, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

[২] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ডিজিজ (কোভিড-১৯): ভ্যারিয়েন্ট অব সার্স-কোভ-২, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-19%29-variants-of-sars-cov-2?gclid=EAIaIQobChMIlv-_0ZTb9QIVHZlmAh3MkwSJEAAYAyAAEgL9w_D_BwE

[৩] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ট্র্যাকিং সার্স-কোভ-২ ভ্যারিয়েন্ট, প্রাগুক্ত।

[৪] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কোভিড-১৯ উইকলি ইপিডেমিওলজিক্যাল আপডেট, সংস্করণ ৭৬, ২৫ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

[৫] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ড্যাশবোর্ড, ১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে সংগ্রহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://covid19.who.int/

[৬] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ডিজিজ (কোভিড-১৯): ভ্যাকসিন, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?gclid=EAIaIQobChMI8OGB3-Lb9QIVT5pmAh2X_AYGEAAYASAAEgIr-PD_BwE&topicsurvey=v8kj13)

[৭] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ড্যাশবোর্ড, প্রাগুক্ত

[৮] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news/item/23-12-2021-achieving-70-covid-19-immunization-coverage-by-mid-2022#_ftnref1

[৯] জাতিসংঘ, কোভিড ভ্যাকসিন: ওয়াইডেনিং ইনইক্যুয়ালিটি এন্ড মিলিয়ন ভালনারেবল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/09/1100192

[১০] জাতিসংঘ, কোভিড ভ্যাকসিন: ওয়াইডেনিং ইনইক্যুয়ালিটি এন্ড মিলিয়ন ভালনারেবল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/09/1100192

২০২০ সালের ডিসেম্বরে আলফা ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণের হার বেশি ছিল। ২০২১ সালের মার্চে বেটা ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ বেশি ছিল। এবং ২০২১ সালের জুলাই-আগস্ট সময়ে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ব্যাপক সংক্রমণ লক্ষ করা যায়। একটি গবেষণায় দেখা যায়, ঐ সময়ে মোট সংক্রমণের প্রায় ৯৮ শতাংশ ছিল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট।[১১] এ সময়ে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ব্যাপক প্রভাবে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি হয়। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ২৫০ অতিক্রম করে,[১২] এবং শনাক্তের হার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় (৩৩.৫৫ শতাংশ)।[১৩] উচ্চমাত্রার সংক্রমণ এবং মৃত্যুর কারণে ৫ এপ্রিল ২০২১[১৪] থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত 'লকডাউন' বা চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। তবে সংক্রমণের উর্ধ্বগতি থাকা অবস্থাতেই ১১ আগস্ট ২০২১ থেকে 'লকডাউন' প্রত্যাহার করা হয়।[১৫] পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর ২০২১ এর ১২ তারিখে ১৮ মাস পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়। মূলত সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে সংক্রমণের মাত্রা পুনরায় হ্রাস পেতে থাকে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ সময়ে শনাক্তের হার এক শতাংশে নেমে আসে এবং এই সময়ের মাঝে দুই-একদিনে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যতে নেমে আসে।[১৬] তবে এই সময় বিশ্বব্যাপি ব্যাপকভাবে ওমিক্রণের সংক্রমণ শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশে ওমিক্রণের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সরকার বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে।[১৭] ডিসেম্বর ২০২১-এর মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম করোনাভাইরাসের নতুন ধরন ওমিক্রনে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয়।[১৮] খুব দ্রুততার সাথে জানুয়ারি ২০২২-এ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পুনরায় ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। ২৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে বিগত দুই বছরের মধ্যে শনাক্তের হার রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় (৩৩.৪ শতাংশ)।[১৯] বাংলাদেশে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মোট শনাক্তের সংখ্যা ১৯ লাখ ৫১ হাজার ৫৭৭ এবং করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ১২২ জন।[২০] শনাক্তের দিক থেকে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪২তম এবং মৃত্যুর দিক থেকে ৩২তম।[২১]

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের শুরু থেকে সরকার করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিদেশ থেকে আগতদের স্ক্রিনিং ব্যবস্থা, নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত ও আইসোলেশন, সংক্রমণ বিস্তার রোধে চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বিধি-নিষেধ আরোপ, করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং সর্বোপরি ইম্যুইনিটি অর্জন করার জন্য কোভিড-১৯ টিকা প্রদান।

গত এপ্রিল ২০২১ থেকে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত কয়েক দফায় লকডাউন আরোপের ফলে সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও এর প্রভাবে দেশের অর্থনীতি বিশেষত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে দ্বিতীয় দফায় (এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) বিধিনিষেধ আরোপের ফলে বাংলাদেশে নতুন করে ৩.২ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে বলে একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।[২২] বাংলাদেশে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসে এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরে আসতে মোট চার ধাপে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বা প্রায় ১৩.৮২ কোটি মানুষকে টিকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২৩] যদিও পরবর্তী সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত কৌশল অনুসরণ করে নতুন করে টিকার লক্ষ্যমাত্রা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বা ১১ কোটি ৯২ লাখ ২১ হাজার ৯৫৩ জন ধরা হয়েছে।[২৪] বাংলাদেশে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে দেশব্যাপি টিকা প্রদান শুরু করা হয়।[২৫] তবে ক্রমাগত সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার কর্তৃক টিকা রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া বাংলাদেশে টিকা

---

[১১] দ্য ডেইলি স্টার, 'দেশে শনাক্ত ৯৮ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত: বিএসএমএমইউ,' ৫ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangla/89-246901

[১২] বিবিসি নিউজ বাংলা, 'কোভিড: বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আবারও একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ছুঁয়েছে, প্রাণহানি ২৩ হাজার ছাড়িয়েছে', ১০ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-58158879

[১৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ২৪ জুলাই ২০২১।

[১৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা, ৪ এপ্রিল ২০২১, সূত্র নং- ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১

[১৫] বিবিসি নিউজ বাংলা, 'করোনাভাইরাস: বাংলাদেশে ১১ই আগস্ট থেকে শিথিল লকডাউনে যা খুলে দেয়া হচ্ছে', ৮ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-58135317

[১৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ২০ নভেম্বর ২০২১।

[১৭] কালেরকণ্ঠ, ওমিক্রন ঠেকাতে বিধি-নিষেধ আসছে, ৩০ নভেম্বর, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/11/30/1096911

[১৮] যুগান্তর, 'দেশে প্রথম ওমিক্রন শনাক্ত', ১২ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/497048/

[১৯] কালেরকণ্ঠ, করোনা শনাক্তের হারে নতুন রেকর্ড,

[২০] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ৩১ মার্চ ২০২২। বিস্তারিত দেখুন: https://old.dghs.gov.bd/index.php/bd/component/content/article?layout=edit&id=5612

[২১] ওয়ার্ল্ডোমিটার, ১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.worldometers.info/coronavirus/

[২২] ডয়েচেভেলে, কোভিড ইন বাংলাদেশ: হাই হ্যাভ লকডাউনস প্লাঙ্কজড মিলিয়ন ইনটু পোভার্টি, ১৬ নভেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dw.com/en/covid-in-bangladesh-how-have-lockdowns-plunged-millions-into-poverty/a-59835993

[২৩] ব্র্যাক, করোনার টিকা নিয়ে আপনার যত প্রশ্ন, বিস্তারিত দেখুন: https://www.brac.net/covid19/res/COVID-FAQ-bn.pdf

[২৪] প্রথম আলো, 'হঠাৎ ১০ শতাংশ মানুষ টিকা থেকে বাদ, ' ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3mxxummr

[২৫] প্রথম আলো, 'দেশ জুড়ে টিকাদান শুরু আজ,' ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। টিকা সংকটের ফলে ২৬ এপ্রিল ২০২১ থেকে বাংলাদেশে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।[২৬] পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে টিকা সংগ্রহের তৎপরতা শুরু করে। চীন থেকে টিকা ক্রয়, কোভ্যাক্স উদ্যোগ থেকে টিকা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদানের টিকা দিয়ে পুনরায় জুলাই ২০২১ থেকে গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়।[২৭] এরপর থেকে কিছু কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে সাময়িক সময়ের জন্য টিকা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপি টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তবে জানুয়ারি ২০২২-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত নতুন লক্ষ্যমাত্রা (জুন ২০২২ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষকে পূর্ণডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসা) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত অবস্থার চেয়ে পিছিয়ে আছে।[২৮] কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমসহ করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও বাংলাদেশে সংক্রমণের গতি-প্রকৃতি, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টের অনুপ্রবেশ, নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সক্ষমতা এবং টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিবেচনায় কোভিড-১৯ অতিমারী ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

মার্চ ২০২০ থেকে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত তিনটি গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান, ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সকল সূচকে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলা কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু জুন ২০২১ পরবর্তী সময়েও দেশের বিভিন্ন প্রবেশ পথ/বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ প্রতিরোধ, প্রণোদনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা গেছে। এমতাবস্থায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রমে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ সুশাসনের বিশেষকরে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার আলোকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে চতুর্থ দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য করোনাভাইরাস অতিমারী সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সুশাসন বিশেষকরে স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তির আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

১. করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
২. কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসন বিশেষকরে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও ফলাফল উদঘাটন করা;
৩. কোভিড-১৯ সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উদঘাটন করা;
৪. গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার পরিধি

পূর্বের গবেষণাসমূহের ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে-

১. **কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা:** নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, কৌশল, উদ্যোগ, অগ্রগতি, সক্ষমতা।
২. **টিকা ব্যবস্থাপনা:** টিকা পরিকল্পনা ও কৌশল, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, টিকা ক্রয়/ সংগ্রহ, টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন, টিকা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন ও টিকা প্রদান।
৩. **কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ**
৪. **করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

এই গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবি'র দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক ছয়টি সুশাসন নির্দেশকসমূহের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণা পদ্ধতি

---

[২৬] The Daily Star, First dose of Covid-19 vaccination to be suspended from tomorrow: DGHS, 25 April 2021, available on: https://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/first-dose-covid-19-vaccination-be-suspended-tomorrow-dghs-2083521

[২৭] বিবিসি বাংলা নিউজ, কোভিডঃ বাংলাদেশে আবারও শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম, টিকা পাবেন তিন ক্যাটাগরির মানুষ, ১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.bbc.com/bengali/news-57682011

[২৮] আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা, হুইচ কান্ট্রিস আর অন ট্র্যাক টু রিচ গ্লোবাল কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন টার্গেট, ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুনঃ https://ourworldindata.org/covid-vaccination-global-projections

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ, প্রণোদনা প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন জরিপ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে-

১. সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ (কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, টিকা গ্রহণ): ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা থেকে কনভেনিয়েন্ট নমুনায়নের মাধ্যমে ৪৪টি জেলা নির্ধারণ। তারপর নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে-

$$n=\frac{p(1-p)}{d^2}\times Z^2_{\alpha/2}\ xdeff$$

এখানে

n= নমুনার আকার

p= ০.৫ (সর্বোচ্চ নমুনার আকার পাওয়ার জন্য)

q=1-p

$Z_{\alpha/2}$=1.96 (95% confidence interval G Sample Variate-এর মান)

d=3% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)

deft= 1.5 (design effect)

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় প্রাপ্ত মোট নমুনার আকার দাঁড়ায় **১,৬০০**। এর সাথে **১০** শতাংশ নন-রেসপন্স হার বিবেচনা করে নমুনা সংখ্যা দাঁড়ায় **১,৭৮৮**। তবে নির্ধারিত নমুনাকে প্রতিটি জেলার জন্য সমানভাবে ভাগ করতে প্রতিটি জেলার জন্য ৪০টি করে এবং ঢাকা জেলার জন্য ৫০টি নমুনা নির্ধারণ করার ফলে মোট নমুনার সংখ্যা হয় **১,৮৫০**। প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন উৎস থেকে কোভিড-**১৯** সেবাগ্রহীতার (যারা জুন-ডিসেম্বর **২০২১** সময়কালে কোভিড-**১৯** সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ অর্থাৎ চিকিৎসা, নমুনা পরীক্ষা করেছেন) তালিকা তৈরি এবং উক্ত তালিকা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৪০ জন সেবাগ্রহীতার টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

২. টিকা গ্রহীতার 'এক্সিট-পোল' জরিপ: টিআইবি'র একটি প্রকল্পের অধীনে টিকা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে ৪৩টি জেলার **১০৫**টি টিকা কেন্দ্র হতে (৬০টি অস্থায়ী বা গণটিকা কেন্দ্র এবং ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্র) টিকাগ্রহীতারা টিকা গ্রহণ করার পর টিকা কেন্দ্র হতে বের হওয়ার সময় তাদের টিকার নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণের অভিজ্ঞতা বিষয়ক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে ৬০টি অস্থায়ী বা গণটিকা কেন্দ্র হতে ৬২২ জন টিকাগ্রহীতা এবং ৪৫টি স্থায়ী টিকাকেন্দ্র হতে ৩,৩৯৩ জন টিকাগ্রহীতার দৈবচয়নের ভিত্তিতে 'এক্সিট-পোল' সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৩. কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা জরিপ: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর মধ্যে থেকে প্রণোদনার ধরন, বরাদ্দের পরিমাণ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা, উপকারভোগীর তালিকার সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় 'ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা' প্রণোদনাকে নির্বাচন করা হয়। এই প্রণোদনার আওতায় থাকা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অক্টোবর **২০২১** পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রণোদনা প্রাপ্তি বিষয়ক একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে উদ্যোক্তাদের নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে-

$$n=\frac{z^2pq}{e^2}$$

এখানে

n=নমুনার আকার

p=0.5 (সর্বোচ্চ নমুনার আকার পাওয়ার জন্য)

q=1-p

z=1.96 (95% confidence interval G Sample Variate-এর মান)

e=5% (স্তর ভিত্তিক Margin of Error)

উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করে নমুনার মোট আকার দাঁড়ায় ৩৮৫। এর সাথে **১০** শতাংশ নন-রেসপন্স ধরে মোট ৪২৫ নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত মাইক্রো, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তার তালিকা হতে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়নের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

৪. টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণঃ ৪৩টি জেলায় ১০৫টি টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা হয় যার মধ্যে ৬০টি অস্থায়ী এবং ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্র ছিল।

৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকারঃ ৪৩ জেলার ৪৮টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৬৭১ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারঃ কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎসঃ সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের সময়কালঃ এই গবেষণায় ব্যবহৃত সকল তথ্য আগস্ট ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করতে নমুনা পরীক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত করা, তাদের পৃথক করা এবং কোয়ারেন্টাইনে রাখা এবং প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য ব্যাপক মাত্রায় নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জনবল বরাদ্দ করার জন্য প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা চিহ্নিত করতে ব্যাপক নমুনা পরীক্ষা করা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১৪ শতাংশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং অক্সিজেন সহায়তার প্রয়োজন হয় এবং পাঁচ শতাংশ রোগীর নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়।[২৯] কোভিড-১৯ আক্রান্ত জটিল রোগীদের মৃত্যুহার কমাতে সারা দেশের মানুষের কোভিড-১৯ চিকিৎসাসেবার প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে এর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু টিআইবি'র পূর্বের গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রয়োজন অনুসারে এবং জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবার যে পরিমাণ সম্প্রসারণ করার কথা ছিল তা করা হয়নি। বরং শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা বৃদ্ধি করা, সরকারি পরীক্ষাগারে ফি নির্ধারণ, জেলা পর্যায়ে পরীক্ষাগার ও চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ না করায় দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা সীমিত হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসা সেবা সীমিত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা নানা ধরনের হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে টিআইবি'র পূর্বের গবেষণা (জুন ২০২১) পরবর্তী সময়ে নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবায় কী ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং বর্তমানে কী ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত আছে এখানে পর্যালোচনা করা হলো।

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় অগ্রগতি

টিআইবি'র পূর্ববর্তী গবেষণা পরবর্তী সময়ে ৩০ জুন ২০২১ থেকে নমুনা পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ মোট আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ১২৮ যা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৮টি। এছাড়া জিন-এক্সপার্ট পরীক্ষাগার ১০টি এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন পরীক্ষার সুবিধা ২৬৮টি বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে জুন ২০২১ পরবর্তী সময়ে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৯৪টি বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৩০]

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় সক্ষমতার ঘাটতি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগার স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে সক্ষমতার অধিক সেবাগ্রহীতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে নমুনা পরীক্ষায় নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। সেবাগ্রহীতা জরিপে যারা নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ২৬.১ শতাংশ সেবাগ্রহীতা নমুনা দিতে গিয়ে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। যার মধ্যে ৬৮.৬ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বলেছে নমুনা প্রদানের সময় পরীক্ষাগারগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়নি। এছাড়া নমুনা পরীক্ষায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে নমুনা দিতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ফিরে আসা, পরীক্ষাগারে কর্মীদের দুর্ব্যবহার, নিজ বাসা থেকে নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, নমুনা দিতে একাধিকবার কেন্দ্রে যাওয়া, ভুল প্রতিবেদন দেওয়ার কারণে পুনরায় পরীক্ষা করতে বাধ্য হওয়া উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১: নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন: সেবাগ্রহীতা জরিপ

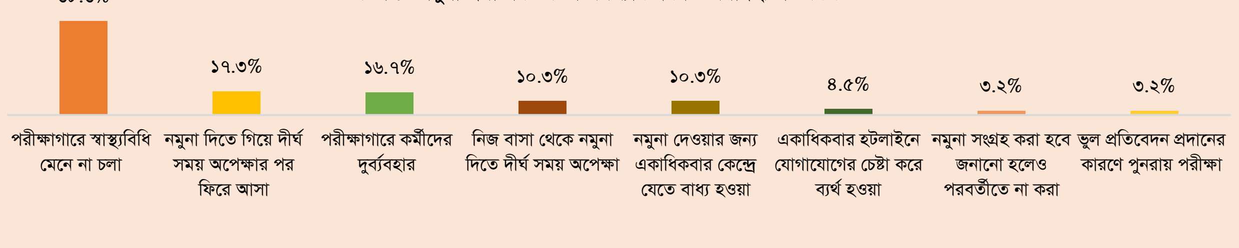

যেসব জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার নেই সেসব জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে অন্য জেলায় নমুনা পাঠানো হয় বা মানুষ অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা পরীক্ষা করে আসে। গবেষণার জরিপে ৪.৮ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা প্রদান করতে হয়েছে। ফলে অন্য জেলা থেকে নমুনা পরীক্ষা করানোর ফলে রিপোর্ট পেতে অনেক বিলম্ব হয়। জরিপে দেখা যায় সেবাগ্রহীতাদের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে তাদের গড়ে ২.৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে

[২৯] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ক্লিনিক্যাল কেয়ার ফর সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরটেরি ইনফেকশন: টুলকিট কোভিড-১৯ অ্যাডাপ্টেশন, ২০২০, জেনেভা, বিস্তারিত দেখুন: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331736

[৩০] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২। বিস্তারিত দেখুন: https://old.dghs.gov.bd/index.php/bd/component/content/article?layout=edit&id=5612

সর্বোচ্চ ৯ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা)। কিছু ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষায় অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল একটি মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমাদানের সুযোগ রাখার ফলে যাদের এই অ্যাকাউন্ট নেই তারা নমুনা পরীক্ষা ফি জমা দিতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

ভিড় এড়িয়ে দ্রুত ও নির্ভুল প্রতিবেদন পেতে ৯.৭% সেবাগ্রহীতা বিভিন্ন বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে। অন্য জেলায় গিয়ে এবং বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি হয়েছে। নমুনা পরীক্ষায় যাতায়াত বাবদ সোবগ্রহীতাদের গড়ে ১৪০ টাকা খরচ করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে)। যারা সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে তাদের যাতায়াত, পরীক্ষা ফি ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে গড়ে ৩৯৯ টাকা খরচ করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে তাদের গড়ে ৩ হাজার ৩৮১ টাকা খরচ হয়েছে। পরীক্ষাগারের স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে অতিরিক্ত ভিড়, নমুনা প্রদানে জটিলতা, অতিরিক্ত খরচ ইত্যাদি সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি এখনো বিদ্যমান, যা কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের যথাসময়ে যথাযথ জরুরি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা। নিজ জেলায় আইসিইউ সুবিধা না থাকায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত জটিল রোগীদের ভিন্ন জেলা হতে সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে। জরিপে দেখা যায়, যারা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ১৮.৯ শতাংশ অন্য জেলা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, যা তাদের ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সেবা প্রাপ্তির জন্য জেলার ভেতরে বা বাইরে শুধু যাতায়াত বাবদই সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩ হাজার ৫৩৫ টাকা খরচ করতে হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন তাদের ৫.৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতা জটিলতা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে শয্যা না পাওয়ায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর থেকে শয্যা পেতে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩.৫ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ১৪.১ শতাংশ অনিয়মিতভাবে চিকিৎসকের সেবা পেয়েছে। চিকিৎসার সময়ে জরুরি প্রয়োজনে ১৪.৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতার অক্সিজেন পেতে বিলম্ব হয়েছে এবং ১.৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা প্রয়োজন থাকলেও হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন একবারও অক্সিজেন পায়নি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ১৫ শতাংশ প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ভেন্টিলেশন সুবিধা পায়নি, ১৩.৮ শতাংশ প্রয়োজনে যথাসময়ে আইসিইউ সেবা পায়নি এবং ৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতা হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন সময়ে একবারও আইসিইউ সেবা পায়নি।

হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের সময় ২২.২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা চিকিৎসা সেবা গ্রহণে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ না পাওয়া, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা না পাওয়া, ট্রলি, স্ট্রেচার বা হুইল চেয়ার না পাওয়া, অ্যাম্বুলেন্স সেবা না পাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ২: হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেবা গ্রহণে সমস্যার ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

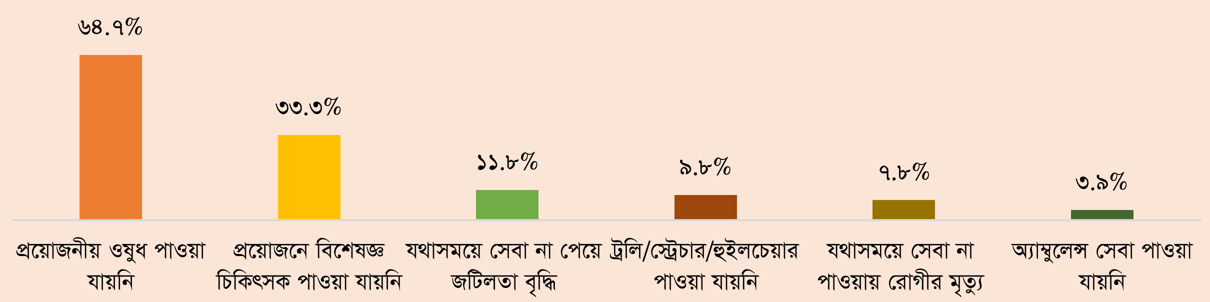

সেবাগ্রহণকারীদের মতে, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতার কারণে যথাসময়ে সেবা না পাওয়ায় হাসপাতাল থেকে সেবা নেওয়া ব্যক্তিদের ৭.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং ১১.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে সেবার অপ্রতুলতার কারণে ও ভালো সেবা পেতে ২৬.৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণের কারণ হিসেবে তারা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সরকারি হাসপপাতালের চেয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভালো সেবা পাওয়া যায়। এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে

প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া, জরুরি প্রয়োজনে আইসিইউ শয্যা পাওয়া ইত্যাদি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। সরকারি হাসপাতালে শয্যা খালি না পাওয়ায় এবং ডাক্তার বা পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শেও অনেকে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়েছেন।

চিত্র ৩: বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেওয়ার কারণ (সেবাগ্রহীতার হার)

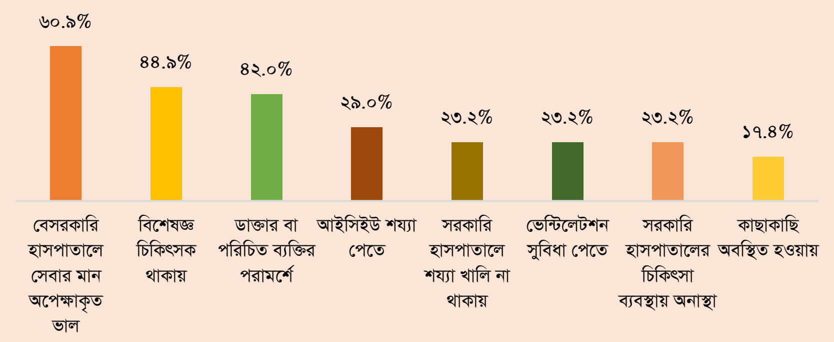

তবে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণ সেবাগ্রহীতার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা তৈরি করেছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণের সময় শয্যা, ওষুধ, আইসিইউ, অক্সিজেন, ও অন্যান্য খরচসহ সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে মোট গড় চিকিৎসা খরচ ৩৫ হাজার ৯৩৮ টাকা। পক্ষান্তরে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে মোট গড় চিকিৎসা খরচ ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩৭ টাকা। জরিপে ৩.৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতার আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবা ও নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণে সাড়া প্রদানে ঘাটতি

করোনাভাইরাস সংক্রমণের দুই বছরে পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও তা অল্প কিছু জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৩০ জুন ২০২১ মোট আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ১২৮ যা ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৮। কিন্তু ৩০ জুন ২০২১ পরবর্তী সময়ে মাত্র একটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয়। এখনো ৩৪ জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা নেই।

সারণি ১: পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণে অগ্রগতি

পরীক্ষাগারের সংখ্যা			আইসিইউ শয্যা	
৩০ জুন ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২		৩০ জুন ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
আরটি-পিসিআর-১২৮	আরটি-পিসিআর-১৫৮		আইসিইউ-১,১৬৫	আইসিইউ-১,২৫৯
জিন-এক্সপার্ট-৪৭	জিন-এক্সপার্ট-৫৭		২৯টি জেলায় বিদ্যমান	৩৩টি জেলায় বিদ্যমান
র‍্যাপিড এন্টিজেন-৩৯১	র‍্যাপিড এন্টিজেন-৬৫৯			
২৯টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা	৩০টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা			

অন্যদিকে জুন ২০২১ পরবর্তী সময়ে আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৯৪টি বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক এবং বেসরকারি। বর্তমানে বিদ্যমান আইসিইউ শয্যার মধ্যে ৬১ শতাংশ ঢাকা শহরে অবস্থিত এবং মোট আইসিইউ শয্যার ৩৭ শতাংশ বেসরকারি হাসপাতালে। আইসিইউ শয্যা বৃদ্ধি করা হলেও তা মাত্র চারটি জেলায় সম্প্রসারণ হয়েছে। পরীক্ষাগার, আইসিইউ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাজেট ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আইসিইউ না থাকা ৩১টি জেলায় আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণ করা হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগের ঘাটতি

বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স পরিকল্পনায় প্রতিটি জেলা হাসপাতালে পাঁচটি করে আইসিইউ শয্যা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া ২০২০ সালের জুন মাসে সরকার থেকে সকল জেলা হাসপাতালে ১০টি করে আইসিইউ শয্যা স্থাপনের ঘোষণা করা হয়। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৬ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকার 'কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস' প্রকল্প এবং বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে ১ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকার 'বাংলাদেশ : কোভিড-১৯ রেসপন্স ইমার্জেন্সি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট' (এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক) গ্রহণ করা হয়।[৩১] এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ শয্যা, সেন্ট্রাল

[৩১] পরিকল্পনা বিভাগ, একনেক কর্তৃক COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness (WB-GOB) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন, ১৬ জুন ২০২০, স্মারক নং: ২০.০০.০০০০.৪১২.০৬, ০৩৯.২০-১৫১

অক্সিজেন সিস্টেম, নমুনা পরীক্ষাগার স্থাপন, টিকা ও বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় করার কথা। কিন্তু প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রকল্প বরাদ্দ থাকলেও তা বাস্তবায়ন না করা সম্ভব হয়নি। ৩১টি জেলা হাসপাতালে এখনো আইসিইউ শয্যা স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের অনুদানের মাত্র ৬.৭ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে।[৩২] প্রকল্প বরাদ্দ বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো উঠে আসে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ঘাটতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, অবকাঠামোগত জটিলতা ও পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা, দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে আসার পর প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে শিথিলতা, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ঠিকাদারদের সক্ষমতার ঘাটতি ও গাফিলতি, তদারকির অভাব, আইসিইউ পরিচালনায় দক্ষ জনবলের অভাব, ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবা ও নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করাতে গিয়ে ১৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানে সময়ক্ষেপণ, নমুনা পরীক্ষার জন্য সুপারিশ জোগাড় করা, নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৪: নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

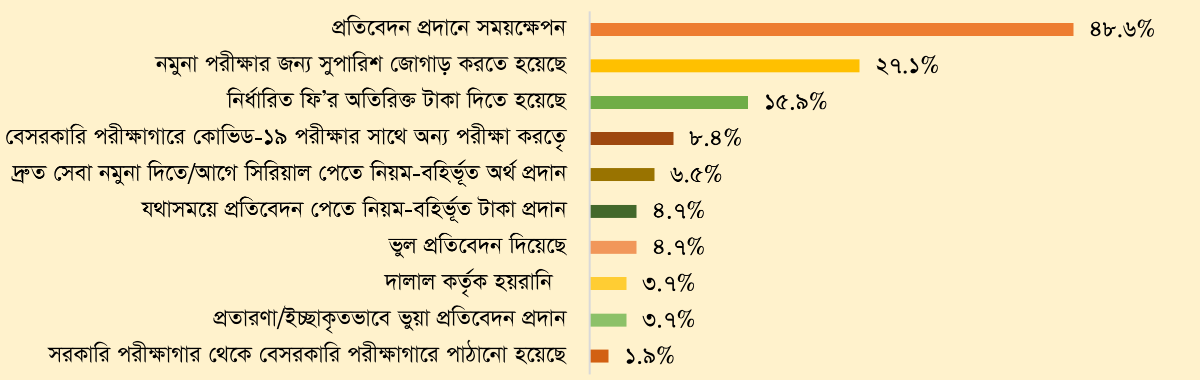

যারা সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গিয়েছে তাদের ১৪.৯ শতাংশকে নির্ধারিত ফি অপেক্ষা গড়ে ১১৬ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। যারা বাড়ি থেকে নমুনা দিয়েছে তাদের গড়ে ৬৪২ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। এবং বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে ৪ হাজার ৪২৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার সাথে সাথে অন্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে। যথাসময়ে বা দ্রুত প্রতিবেদন পেতে ৪.৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ১৩৩ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে এবং পরীক্ষাগারে ভিড় এড়াতে দ্রুত নমুনা দিতে বা আগে সিরিয়াল পেতে ৬.১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ৬৬ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে প্রবাসীদের বিদেশ যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় নেগেটিভ সার্টিফিকেট পেতে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে, এবং বিভিন্ন স্থল বন্দর দিয়ে বিদেশ থেকে প্রত্যাগতদের গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারীদের ২২.২ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ধরনের মধ্যে সেবা দিতে সময়ক্ষেপণ, কোভিড ইউনিটে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপস্থিতি বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা অসহযোগিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণের সময়ে সেবাগ্রহীতাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য না দেওয়া, হাসপাতালের কর্মীদের দুর্ব্যবহার, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণে প্ররোচিত করা ইত্যাদি অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে।

[৩২] বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ: কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রজেক্টস, প্রজেক্ট পেপার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099840002072227610/bangladesh000s000procurement0plan02

চিত্র ৫: হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেবাগ্রহণে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

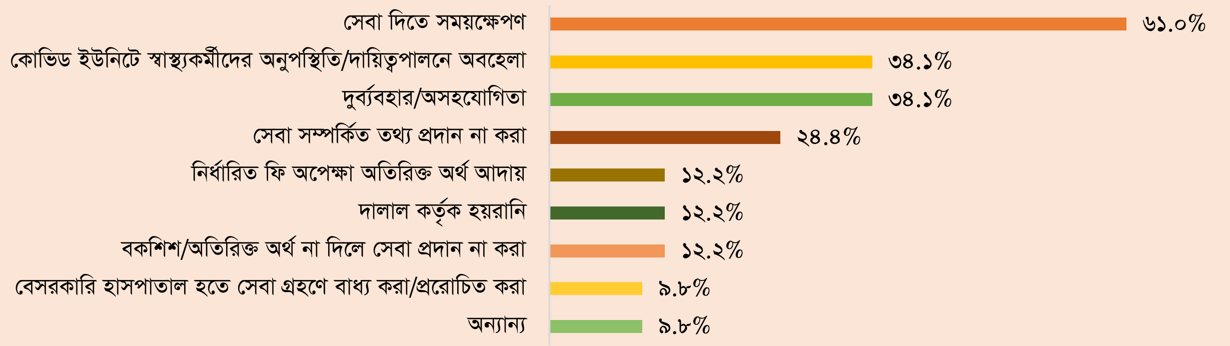

সরকারি হাসপাতাল থেকে কোভিড-১৯ সেবা গ্রহণের সময় ১২.২ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে ৪০০ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা ও কোভিড-১৯ চিকিৎসা সেবায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি মানুষের চিকিৎসা খরচের সাথে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে যা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

উপসংহার

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ ও আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান, এবং সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সেবায় প্রবেশগম্যতার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়নি। বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ এটি। সেবাগ্রহীতা বিশেষত প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ওপর এক ধরনের আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমপ্রবেশগম্যতা না থাকার ফলে তৈরি হওয়া আর্থিক বোঝা এবং সেবায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মানুষের সেবা প্রাপ্তিকে আরও সংকুচিত করছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, রোগের তীব্রতা হ্রাস করা এবং মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করতে ডিসেম্বর ২০২০ এর শুরু থেকে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ টিকা প্রদান করা শুরু হয়। বর্তমানে নয় ধরনের টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি ব্যবহার্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে[৩৩] এবং ২১ ধরনের টিকা বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে।[৩৪] ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ১ হাজার ১ শত ৫ কোটি ৪৪ লাখ ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।[৩৫] অক্টোবর ২০২১ এ প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'স্ট্রাটেজি টু অ্যাচিভ গ্লোবাল কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন বাই মিড-২০২২' কৌশলপত্রে ডিসেম্বর ২০২১ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষকে এবং ২০২২ সালের জুনের মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যদিও ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৯৮টি দেশ এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।[৩৬] জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ২০২১ সালে যে পরিমাণ টিকা উৎপাদন করা হয়েছে তা দিয়ে বিশ্বের ৭০ শতাংশ মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল।[৩৭] কিন্তু ২৬ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত উচ্চ আয়ের দেশের ৬৭.৫৩ শতাংশ মানুষ ন্যূনতম একডোজ টিকার আওতায় এসেছে, পক্ষান্তরে নিম্ন আয়ের দেশের মাত্র ১১.১৮ শতাংশ ন্যূনতম একডোজ টিকার আওতায় এসেছে।[৩৮] কিছু কিছু ধনী দেশ কর্তৃক অতিরিক্ত টিকা মজুদ বা নিজ দেশের মানুষের টিকা নিশ্চিত করার জন্য কিছু কিছু দেশ কর্তৃক উৎপাদিত টিকা রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ফলে বিভিন্ন দেশে টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসমতা বিরাজ করছে।[৩৯] যদি এই টিকা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে না পৌঁছায় তাহলে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। কোভিড-১৯ টিকার ক্ষেত্রে বিরাজমান অসমতার কারণে শুধু দরিদ্র দেশের মানুষেরা বঞ্চিতই হচ্ছে না, বরং টিকার আওতার বাইরে থেকে যাওয়া এলাকায় নতুন ভ্যারিয়েন্টের উদ্ভবের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং তা পুনরায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।[৪০]

কোভিড-১৯ টিকা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত 'অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২' কৌশলপত্রে করোনা ভাইরাস রোগ ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করতে, রোগের সংক্রমণ বিস্তার ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভবের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সারা বিশ্বের ৪০ শতাংশ জনসংখ্যাকে এবং জুন ২০২২-এর মধ্যে ৭০ শতাংশ জনসংখ্যাকে পূর্ণ ডোজ টিকার আওতার নিয়ে আসার কথা বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভিড-১৯ টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মূলনীতি হচ্ছে সমতা, গুণগত মান, সমন্বিত কার্যক্রম ও একীভূত টিকা কার্যক্রম (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ২: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভিড-১৯ টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মূলনীতি

সমতা (Equity)	আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল জনসংখ্যার সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
গুণগত মান (Quality)	টিকার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে
সমন্বিত কার্যক্রম (Integrated)	টিকার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে
একীভূত টিকা কার্যক্রম (Inclusivity)	প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও উদ্বাস্তু মানুষদের টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে

এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি দেশে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে-

[৩৩] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ডিজিজ (কোভিড-১৯): ভ্যাকসিন, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?gclid=EAIaIQobChMI8OGB3-Lb9QIVT5pmAh2X_AYGEAAYASAAEgIr-PD_BwE&topicsurvey=v8kj13)

[৩৪] গ্যাভি, দ্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রেস-উইকলি আপডেট, ১২ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race

[৩৫] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ড্যাশবোর্ড, প্রাগুক্ত

[৩৬] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২, প্রাগুক্ত।

[৩৭] জাতিসংঘ, কোভিড ভ্যাকসিন: ওয়াইডেনিং ইনইক্যুয়ালিটি এন্ড মিলিয়ন ভালনারেবল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/09/1100192

[৩৮] জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, গ্লোবাল ড্যাশবোর্ড ফর ভ্যাকসিন ইক্যুয়িটি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://data.undp.org/vaccine-equity/

[৩৯] জাতিসংঘ, কোভিড ভ্যাকসিন: ওয়াইডেনিং ইনইক্যুয়ালিটি এন্ড মিলিয়ন ভালনারেবল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/09/1100192

[৪০] প্রাগুক্ত

১. **প্রথম ধাপ:** রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুহার হ্রাস করতে সকল বয়স্ক ব্যক্তি, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
২. **দ্বিতীয় ধাপ:** দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে সকল প্রাপ্তবয়স্কদের টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
৩. **তৃতীয় ধাপ:** করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধ ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভবের ঝুঁকি হ্রাস করতে কিশোর-কিশোরীদের টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সকল দেশের জন্য জরুরিভিত্তিতে কিছু করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯ টিকার হালনাগাদ জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা তৈরি করা, টিকার চাহিদার প্রতি নজর রাখা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত ধাপ অনুযায়ী সমতারভিত্তিতে টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা, এবং তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে টিকা কৌশল, নীতি ও অগ্রাধিকার নীতির সংস্কার করা।

টিকা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশেও টিকা গ্রহণের মাধ্যমে ইমিউনিটি অর্জন করে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চার ধাপে মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ বা ১৩ কোটি ৮২ লাখ ৪৭ হাজার জনকে টিকা প্রদানের পরিকল্পনা সামনে রেখে 'ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান'-এর একটি খসড়া তৈরি করা হয়,[৪১] এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার উদ্ভাবিত ও ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট উৎপাদিত কোভিশিল্ড টিকা প্রদান শুরু হয়। তবে ভারত সরকার দেশের বাইরে টিকা সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় বাংলাদেশে টিকার সংকট হয়, এবং ২৬ এপ্রিল ২০২১ থেকে বাংলাদেশে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে টিকা সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে। চীন থেকে টিকা ক্রয়, কোভ্যাক্স উদ্যোগ থেকে টিকা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে অনুদানপ্রাপ্ত টিকা দিয়ে পুনরায় জুলাই ২০২১ থেকে গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়।[৪২]এরপর থেকে দুই-একটি এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বন্ধ হওয়া ব্যতীত দেশব্যাপি টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

টিআইবি'র পূর্বের গবেষণায় দেখা যায়, টিকা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কৌশলগত ঘাটতি ও একক উৎসের ওপর নির্ভরশীলতার ফলে এবং বিকল্প উৎস না থাকায় ২৬ এপ্রিল থেকে প্রথম ডোজ টিকা প্রদান বন্ধ হয়ে যায়,[৪৩] এবং প্রায় দুই মাস যাবৎ এই কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে সরকার টিকা সংগ্রহের তৎপরতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে টিকা ক্রয়, কোভ্যাক্স উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত এবং বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান মিলিয়ে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার সর্বমোট ২৯.৬৪ কোটি ডোজ টিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।[৪৪] বাংলাদেশে ৭টি কোভিড-১৯ টিকা প্রয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে[৪৫] এবং বর্তমানে পাঁচ ধরনের টিকা প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া উৎপাদিত কোভিশিল্ড, চীনের সিনোফার্মের বিবিআইবিপি/ভেরোসেল, চীনের সাইনোভ্যাকের করোনাভ্যাক, ফাইজার/বায়োএন্টেক এবং মডার্নার কোভিড-১৯ টিকা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত কৌশল অনুসরণ করে বাংলাদেশে নতুন করে টিকার লক্ষ্যমাত্রা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বা ১১ কোটি ৯২ লাখ ২১ হাজার ৯৫৩ জন ধরা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৮ কোটি ৯১ লাখ ৮২ হাজার ২০৭ জন টিকা গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৭৪.৮ শতাংশ। রেজিস্ট্রেশন এবং গণটিকা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১২.৭৭ কোটি মানুষকে প্রথম ডোজ (মোট জনসংখ্যার ৭৪.৯৬%) এবং ১১.২৪ কোটি মানুষকে (মোট জনসংখ্যার ৬৬%) দ্বিতীয় ডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।[৪৬] বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে দুই ডোজ টিকার কার্যকরতা হ্রাস পেয়ে থাকে, ফলে অনেক দেশে টিকার তৃতীয় বা বুস্টার

---

[৪১] প্রথম আলো, 'দেশে মাসে ২৫ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা,' ১০ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

[৪২] বিবিসি বাংলা নিউজ, কোভিড: বাংলাদেশে আবারও শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম, টিকা পাবেন তিন ক্যাটাগরির মানুষ, ১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-57682011

[৪৩] জুলকারনাইন, মো. এবং প্রমুখ, করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলা: কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ৮ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6286-2021-06-08-04-00-01

[৪৪] বাংলা ট্রিবিউন, ভ্যাকসিন কার্যক্রমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অষ্টম স্থানে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ২৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/national/735855/

[৪৫] কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ট্র্যাকার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://covid19.trackvaccines.org/country/bangladesh/

[৪৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ড্যাশবোর্ড ফর বাংলাদেশ, ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: http://103.247.238.92/webportal/pages/covid19-vaccination-update.php

ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে।[৪৭] বাংলাদেশেও ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে[৪৮] এবং ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৯৫ লাখ মানুষকে (৫.৬%) বুস্টার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে।[৪৯]

লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। টিকা কার্যক্রমের শুরুতে রাজধানীর সরকারি সব বড় হাসপাতাল, জেলা শহরের সরকারি হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণটিকা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশের কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইপিআই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০২১ থেকে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং বস্তিবাসীদের টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বিশেষ কার্যক্রম শুরু করা হয়। সর্বশেষ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও ভাসমান জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে টিকা কার্যক্রমে বিশেষত টিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও এই কাযক্রর্মে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে যা বাংলাদেশে টিকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও যে উদ্দেশ্য নিয়ে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তা কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা বা চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে। নিম্নে সুশাসনের এসকল চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হলো।

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সাড়া প্রদান ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি

দেশের মানুষকে ন্যূনতম একডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রথম ডোজ টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ ডোজ টিকা প্রদানে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান পঞ্চম।

চিত্র ৬: সার্কভুক্ত দেশে কোভিড-১৯ টিকার অগ্রগতি

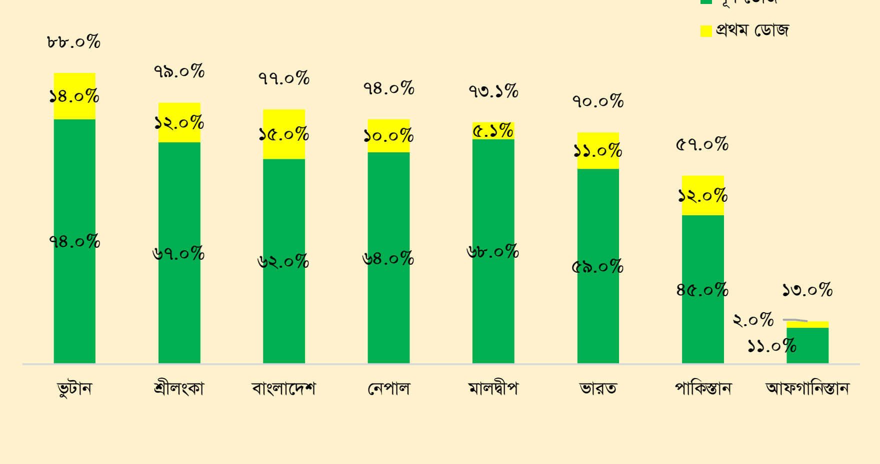

ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশকে পূর্ণ ডোজ টিকার আনার যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জনে ৯৮টি দেশ পিছিয়ে ছিল,[৫০] যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ টিকার আওতায় আসে। প্রথম ডোজ পাওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষায় থাকা জনসংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং প্রস্তাবিত কৌশল বাস্তবায়নে ঘাটতি

বাংলাদেশে সরকারের জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় গৃহীত অগ্রাধিকার তালিকার ধাপ অনুযায়ী অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর ৫৬.৬ শতাংশ ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জনগোষ্ঠীকে প্রথম ধাপে টিকার আওতায় আনার কথা থাকলেও একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে,

[৪৭] গ্যাভি, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বুস্টার্স: ইজ থার্ড ডোজ রিয়েলি নিডেড, ১২ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/ebj8sksw

[৪৮] প্রথম আলো, 'বুস্টার' ডোজ দেওয়া শুরু, নতুন নিবন্ধনের দরকার নেই, ২৮ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3taap2h6 /

[৪৯] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ড্যাশবোর্ড ফর বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত

[৫০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news/item/23-12-2021-achieving-70-covid-19-immunization-coverage-by-mid-2022#_ftnref1

জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ষাট বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ লাখ মানুষ টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেছে (প্রায় ২৯%)।[৫১] অথচ শেষ ধাপে টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের মৃত্যুহার ১ শতাংশের চেয়েও কম। এছাড়া জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় দুর্গম এলাকা, ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী, বয়স্ক ব্যক্তি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ভ্রাম্যমান টিকা দলের মাধ্যমে টিকা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলা হলেও[৫২] দুই-একটি এলাকা ব্যতীত এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

টিকাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গবেষণার জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষ টিকা নিতে আগ্রহী হয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে (৭০.১%)। পক্ষান্তরে স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার হার খুব কম (যথাক্রমে ১৩.২% ও ১৭.৮%)।

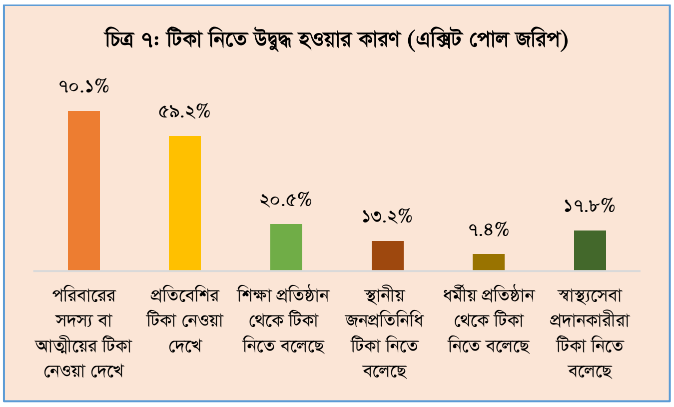

একটি গবেষণায় দেখা যায় ৪৬ শতাংশ মানুষ টিকা গ্রহণে দ্বিধান্বিত। মানুষের মধ্যে টিকা সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও ভীতি থাকলেও তা দূর করতে প্রচার-উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। অধিকাংশ মানুষ পরিবার-আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টিকা বিষয়ে জেনেছে (৭৪.৯%)। সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত মাইকিং থেকে টিকা বিষয়ে জেনেছে ৩৩.৮ শতাংশ মানুষ এবং টেলিভিশন থেকে জেনেছে ৪৯.৯ শতাংশ মানুষ।

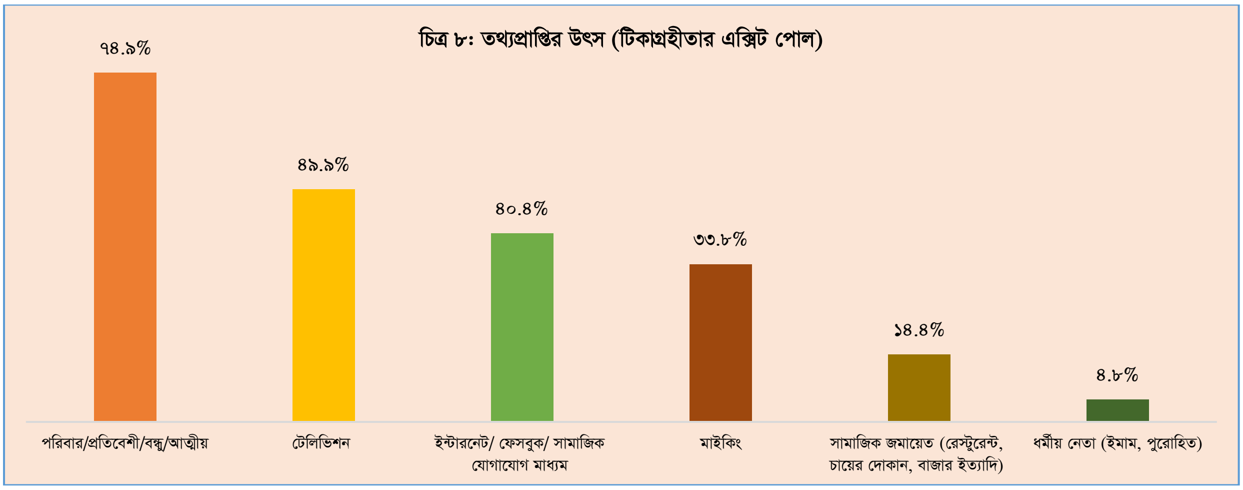

টিকা কার্যক্রমে অসমতা

বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানুষের টিকা প্রাপ্তি জাতীয় পর্যায়ের অর্জনের চেয়ে নিচে অবস্থান করতে দেখা যায়। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ন্যূনতম একডোজ টিকার আওতায় আসা মানুষের হার ছিল ৪৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে বেশ কিছু এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, বেদে, হিজড়া, ডোম, হরিজন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষের ২০ শতাংশ বা তার নিচে

[৫১] প্রথম আলো, হঠাৎ ১০ শতাংশ মানুষ টিকা থেকে বাদ, ২৩ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3mxxummr

[৫২] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান ফর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ইন বাংলাদেশ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা।

অবস্থান করছিল। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের মতামতের ভিত্তিতে টিকার আওতায় আসা মানুষের প্রাক্কলিত হার দেখানো হয়েছে সারণি ৩-এ।

সারণি ৩: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকা প্রাপ্তির আনুমানিক চিত্র

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	টিকার বাইরে থাকা জনসংখ্যা	এলাকার সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষিত এলাকা
বেদে	৮০% এর ওপরে	৪টি	৮টি
	৬০% এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	২টি	
হিজড়া	৮০% এর ওপরে	৫টি	১৫টি
	৬০% এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	৮টি	
হরিজন	৬০% এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
ডোম	৬০% এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
বাঁশফোর	৬০% এর ওপরে	১টি	৪টি
	৫০% বা এর নিচে	৩টি	

প্রতিটি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে (ডিসেম্বর ২০২১)

এই ধরনের জনগোষ্ঠীকে কীভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে তা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উদ্যোগে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৮টি জেলার মধ্যে চারটি জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং ১৮টি জেলায় আংশিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, বাকি ১৬টি জেলায় এ বিষয়ক কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। এছাড়া টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক মানুষ অসমতার শিকার হয়েছে, যেমন টিকা কেন্দ্রে অন্যের চেয়ে দেরিতে টিকা পাওয়া, অবহেলা, দুর্ব্যবহারের শিকার ইত্যাদি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী টিকার আওতায় না আসা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মানুষ বলেছে টিকা বিষয়ক তথ্য না থাকার কারণে টিকা গ্রহণ করেনি। টিকা বিষয়ক তথ্য না থাকায় অনেকের টিকা বিষয়ে ভীতি রয়েছে ফলে তারা টিকা নিতে আগ্রহী হচ্ছে না। প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ জানিয়েছেন এলাকায় রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা না থাকায় তারা টিকা নিতে পারেননি। কাঠামোগত কারণ হিসেবে ইন্টারনেট সুবিধা না থাকা, জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা, টিকা কেন্দ্র অনেক দূরে হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া কিছু অতিরিক্ত অর্থ খরচ হওয়ার ভয়েও টিকা নেননি বলে জানান।

টিকা বিষয়ক তথ্যপ্রাপ্তিতে ঘাটতি

টিকা কার্ডে টিকাগ্রহীতার অবহিতকরণ সম্মতিপত্রে টিকা সম্পর্কিত তথ্য জানানো, উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সামনাসামনি বা অনলাইনে অবগত করার বিষয়ে বলা হয়েছে। যারা নিবন্ধন করে টিকা নিয়েছে তাদের অধিকাংশরই অনলাইন নিবন্ধন সম্পর্কে ধারণা নেই। ফলে টিকাগ্রহীতাদের বড় একটা অংশ টিকা গ্রহণের পূর্বে টিকা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পায়নি। টিকাগ্রহীতাদের ৮০.৯ শতাংশ টিকার উপকাররিতা সম্পর্কে তথ্য পেলেও মাত্র ৪১.৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা টিকার সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে, ৪৪.১ শতাংশ কোন টিকা দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে তথ্য পেয়েছে, ৪২.৫ শতাংশকে দ্বিতীয় ডোজের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৮.৬ শতাংশকে দ্বিতীয় ডোজের জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে এবং ১৫.৬ শতাংশকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে করণীয় কী সে বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ৯: টিকা গ্রহণের পূর্বে তথ্য প্রাপ্তি (এক্সিট পোল জরিপ)

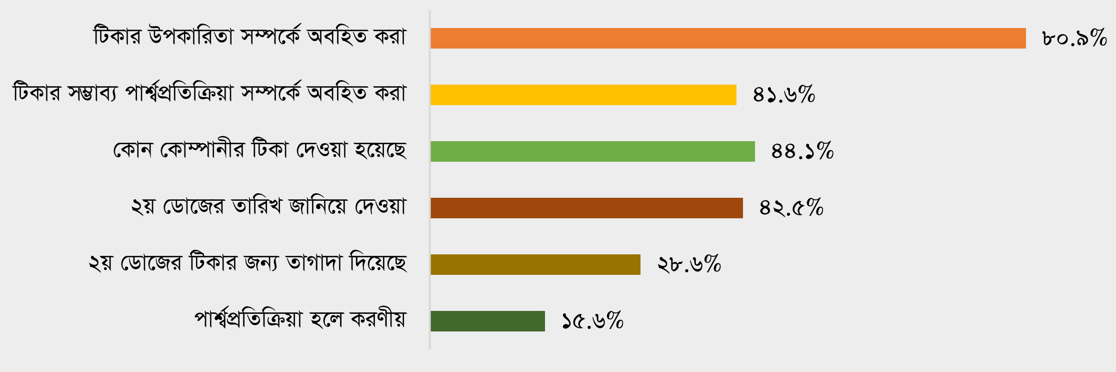

টিকা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ না করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৌশলপত্রে আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে দেশের সকল মানুষের সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব, জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও খরচ প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার মানুষের টিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। গবেষণার জরিপে টিকাগ্রহীতাদের বাড়ি থেকে স্থায়ী টিকা কেন্দ্রগুলোর গড় দূরত্ব ৬.৫ কিলোমিটার (সর্বোচ্চ ৫০ কি.মি.) এবং অস্থায়ী বা গণটিকা কেন্দ্রের গড় দূরত্ব ২.২ কি. মি. (সর্বোচ্চ ৩০ কি.মি.)।

সারণি ৪: টিকাগ্রহীতার বাড়ি থেকে টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব ও যাতায়াত সময় এবং খরচ

	স্থায়ী কেন্দ্র	**অস্থায়ী/গণটিকা কেন্দ্র**
টিকা কেন্দ্রের দূরত্ব	গড়ে ৬.৫ কিমি (সর্বোচ্চ ৫০ কি.মি.)	গড়ে ২.২ কিমি (সর্বোচ্চ ৩০ কি.মি.)
কেন্দ্রে গড় যাতায়াত সময়	১.১৫ ঘন্টা	১ ঘন্টা বা তার কম
যাতায়াত খরচ	৭০ টাকা	৩৯ টাকা

স্থায়ী কেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ টিকাগ্রহীতাদের গড়ে ৭০ টাকা এবং অস্থায়ী বা গণ টিকা কেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ গড়ে ৩৯ টাকা খরচ করতে হয়েছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে ৮৬.৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে অন্যের সহায়তা নিয়ে নিবন্ধন করতে হয়েছে। এর মধ্যে ৭৬.৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতা কীভাবে নিবন্ধন করতে হয় তা জানে না এবং ৬৬.৩% টিকাগ্রহীতাকে টাকার বিনিময়ে দোকান থেকে নিবন্ধন করতে হয়েছে। নিবন্ধন করতে দোকানে যাতায়াত ভাড়া, নিবন্ধন খরচ ও নিবন্ধন কার্ড প্রিন্টসহ নিবন্ধন বাবদ একজন টিকাগ্রহীতার মোট গড় খরচ ৫০ টাকা। নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার করণে নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ করতে যাতায়াত বাবদ একজন টিকাগ্রহীতার মোট গড় খরচ ১০৬ টাকা যা দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের একদিনের আয়ের চেয়ে বেশি।

টিকা কেন্দ্রে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা না রাখা

টিকা কেন্দ্র পর্যবেক্ষণে ৪৫টি টিকা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিতে টিকা গ্রহণের সময় নারীদের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এবং ৩১টি কেন্দ্র প্রতিবন্ধিবান্ধব ছিল না (প্রতিবন্ধিদের জন্য র‍্যাম্প না থাকা, নিচ তলায় টিকা কেন্দ্র না করা, বসার ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি)। প্রবাসীদের টিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা হয়েছে। প্রবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে ‘আমি প্রবাসী’ অ্যাপে নিবন্ধন করতে এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি জমা দিতে না পারেননি। কিছু ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জনশক্তি কর্মসংস্থান অফিস থেকে বিএমইটি নম্বর পেতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। প্রবাসীদের জন্য স্বল্প সংখ্যক টিকা কেন্দ্র নির্ধারণ করে দেওয়ায় হয়রানি ও যাতায়াত বাবদ অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়েছে। এছাড়া টিকা গ্রহণের জন্য বিএমইটি নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

টিকা কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা

টিকা গ্রহণের সময় ১৫.৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা টিকা কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনার শিকার হয়, যার মধ্যে ৮১.৩ শতাংশ জানিয়েছে টিকা কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়নি। টিকাগ্রহীতারা টিকা কেন্দ্রে অন্যান্য যে অব্যবস্থাপনার মুখোমুখি হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে টিকা কেন্দ্রে দীর্ঘ সিরিয়াল (৫৮.২%), বসা বা অপেক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা (৪৩.৩%), ভিড় বা সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল না থাকা (৩১.৬%), বয়স্ক বা প্রতিবন্ধিবান্ধব সেবার ব্যবস্থা না থাকা (২৯.৯%), টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ কক্ষ না থাকা (২৪.১%), নোংরা পরিবেশ (১৫.১%), টিকা কর্মীদের দক্ষতায় ঘাটতি (১৪,২%), সবগুলো বুথ খোলা না থাকা (১০.৪%) ইত্যাদি।

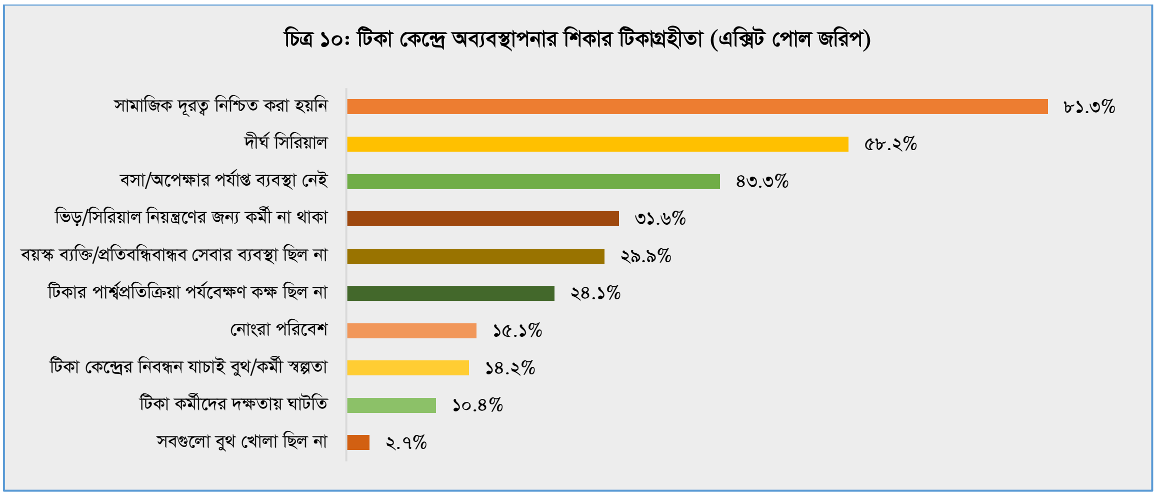

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি

টিকা কেন্দ্রে টিকা গ্রহণের সময় ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হন, যার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ, টিকা কেন্দ্রে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ও সরকারি কর্মকর্তাদের সুবিধা দেওয়া, দুর্ব্যবহার, এবং কিছু কেন্দ্রে টিকা থাকা সত্ত্বেও টিকা কেন্দ্র থেকে টিকাগ্রহীতাদের ফিরিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

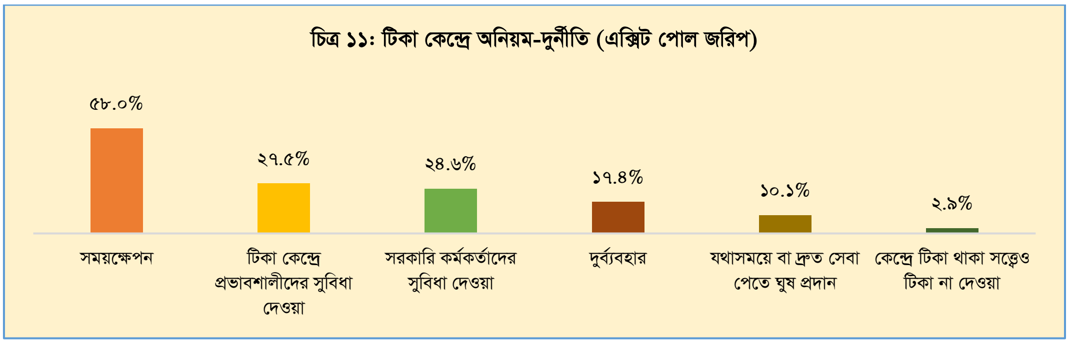

টিকা কেন্দ্রে অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে যথাসময়ে বা দ্রুত টিকা পেতে ১০.১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ৬৯ টাকা ঘুষ হিসেবে দিতে হয়েছে। এছাড়া প্রবাসীরা টিকার নিবন্ধনের জন্য বিএমইটি নম্বর পেতে ১৫০-২০০ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। দু-একটি কেন্দ্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ১,৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে পছন্দ অনুযায়ী টিকা প্রদান করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে টিকা না নিয়েও টাকার বিনিময়ে প্রবাসীরা টিকা সনদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। টাকার বিনিময়ে টিকা করা একটি গ্রুপ ফেসবুক পেজে প্রবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী টাকার বিনিময়ে টিকা/ সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে প্রচার করতে দেখা গেছে।

টিকা কার্যক্রমে জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতি

গবেষণায় পর্যবেক্ষিত ৪৫টি স্থায়ী টিকা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৫টি কেন্দ্রে অভিযোগ বাক্স ছিল না, ৪০টি কেন্দ্রে অভিযোগ কেন্দ্র ছিল না এবং ৩৯টি কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর নম্বর প্রদর্শন করা ছিল না। জরিপে দেখা যায়, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া টিকাগ্রহীতার ১.৫ শতাংশ অভিযোগ করেছে। যারা অভিযোগ করেনি তাদের ৪৪.১ শতাংশ বলেছে যে, অভিযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই, ৩০.১ শতাংশ বলেছে কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা ছিল না, ১৪.১ শতাংশ মনে করে যে অভিযোগ করলে কোনো লাভ হয় না এবং ১৯.৯ শতাংশ টিকাগ্রহীতা হয়রানি বা ঝামেলার ভয়ে অভিযোগ করেনি।

টিকা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি

টিকা ক্রয় সংক্রান্ত ব্যয়

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে গণমাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ে ব্যয় ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তী সময়ে গণমাধ্য থেকে জানা যায় ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রায় ২৯.৬৪ কোটি ডোজ টিকা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সরকারিভাবে ক্রয় করা হয়েছে প্রায় ৯.২ কোটি ডোজ, কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিং এর মাধ্যমে ৮.৭ কোটি ডোজ টিকা ক্রয় এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও কোভ্যাক্স থেকে অনুদানের মাধ্যমে প্রায় ১১.৭ কোটি ডোজ টিকা বিনা মূল্যে পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রে কোভিশিল্ড প্রতিডোজ ৫ ডলার[৫৩]

[৫৩] প্রথম আলো, চুক্তিতেই আছে দায়মুক্তি, ৭ মে ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/yc4fau67

(৪২৫ টাকা), সিনোফার্ম ১০ ডলার[৫৪] (৮৫০ টাকা) এবং কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিং ৫.৫ ডলার[৫৫] (৪৬৭.৫ টাকা) হিসাবে ধরে আনুমানিক টিকার খরচ দাঁড়ায় **১১ হাজার ২৫৪.৪** কোটি টাকা।

সারণি ৫: টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য

টিকার উৎস	টিকার নাম	পরিমাণ (কোটি ডোজ)[৫৬]	প্রাক্কলিত মূল্য (কোটি টাকা)
সরকারিভাবে ক্রয়/ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি	কোভিশিল্ড	১.৫	৬৩৭.৫
	সিনোফার্ম	৭.৭	৬,৫৪৫
কোভ্যাক্স (কস্ট শেয়ারিং ক্রয়)	সিনোফার্ম সিনোভ্যাক	৮.৭	৪,০৭১.৯
কোভ্যাক্স/ বিভিন্ন দেশের উপহার/ অনুদান		১১.৭	-
মোট		**২৯.৬**	**১১,২৫৪.৪**

টিকা কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয়

জুলাই ২০২১-এ গণমাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে টিকা প্রতি ব্যয় ৩ হাজার টাকা ব্যয় বলে উল্লেখ করে। পরবর্তীতে ১০ মার্চ ২০২২ তারিখে গণমাধ্যমে টিকা কার্যক্রমে মোট ব্যয় ৪০ হাজার কোটি টাকা বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। সরকারি তথ্যমতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৪.৩৬ কোটি ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের টিকা পরিকল্পনায় টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয় টিকা প্রতি দুই ডলার[৫৭] (১৭০ টাকা) হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া কোভ্যাক্স রেডিনেস এন্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের টিকা কার্যক্রম সম্পর্কিত ব্যয়ের মডেল করা হয় যেখানে একটি দেশের টিকা কার্যক্রমে বিদ্যমান অবকাঠামো ও জনবল ব্যবহার এবং আউটরিচ কেন্দ্রের অনুপাত বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের পর থেকে মানুষকে টিকা দেওয়া পর্যন্ত সকল ব্যয় হিসাব করে টিকা প্রতি ব্যয় ধরা হয়েছে ০.৮৪ ডলার (৭১.৪ টাকা) থেকে ০২.৬৪ ডলার (২২৪.৪ টাকা)।[৫৮] সেই হিসাবে টিকা কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৭৩৯.৬ কোটি টাকা থেকে ৫ হাজার ৪৬৭.৩ কোটি টাকা।

সারণি ৬: টিকা ক্রয় ও প্রাক্কলিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়

কস্ট মডেল/পরিকল্পনা	টিকার ডোজ প্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
ক. কোভ্যাক্স রেডিনেস এন্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপ মডেল	৭১.৪-২২৪.৪*	১,৭৩৯.৬ - ৫,৪৬৭.৩
খ. জাতীয় টিকা পরিকল্পনা	১৭০	৪,১৪২
গ. টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য		**১১,২৫৪.৪**
টিকা ক্রয় ও টিকা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (ক+গ)		**১২,৯৯৩ - ১৬,৭২১**

উল্লিখিত সারণি দুইটি থেকে টিকার ক্রয়মূল্য ও টিকা কার্যক্রমের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় দাঁড়ায় **১২ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা থেকে ১৬ হাজার ৭২১** কোটি টাকা যা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রদত্ত হিসাবের অর্ধেকেরও কম। শুধু একটি দেশের ক্ষেত্রে টিকার ক্রয়মূল্য প্রকাশ না করার শর্ত থাকলেও অন্যান্য উৎস থেকে কেনা টিকার ব্যয় এবং টিকা কার্যক্রমে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি।

উপসংহার

কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। টিকা কার্যক্রমে সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্য ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজ করছে। টিকা কার্যক্রম সহজ ও প্রবেশগম্য না করার ফলে অনেক মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ টিকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে

[৫৪] ভয়েস অব আমেরিকা, দাম প্রকাশ করে দেয়ায় সিনোফার্মের টিকা নিয়ে নতুন সংকট, ৩ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.voabangla.com/a/bangladesh-faces-a-new-crisis-with-sinopharm-vaccine/5915009.html

[৫৫] বণিক বার্তা, কোভ্যাক্স থেকে কেনা হচ্ছে সাড়ে ১০ কোটি ডোজ টিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bonikbarta.net/home/news_description/274867/

[৫৬] গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক সংগৃহীত টিকার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৭] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান ফর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ইন বাংলাদেশ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা।

[৫৮] ইউনিসেফ, কোভ্যাক্স রেডিনেস এন্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপের, ১০ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.unicef.org/documents/costs-and-predicted-financing-gap-deliver-covid-19-vaccines-133-low-and-middle-income

এবং টিকা গ্রহণের সময় হয়রানি ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হচ্ছে এবং টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। টিকা ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে ও অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না যা সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

চতুর্থ অধ্যায়: করোনা ভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে, আনুমানিক ১০০ মিলিয়ন মানুষ নতুনভাবে চরম দারিদ্র্যের মুখে পড়েছে এবং পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষকরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব সবচাইতে প্রকট হয়ে উঠেছে।[৫৯] আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিলের তথ্য মতে করোনাভাইরাস সৃষ্ট বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ২০২২ সালেও চলমান থাকবে। এর ধারাবহিকতার প্রমাণস্বরূপ ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনুমান করা হয়েছে ৪.৪ শতাংশ যা ২০২১ সালের অনুমিত ৫.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হার থেকে অর্ধেক পয়েন্ট কম।[৬০]

করোনাভাইরাস সৃষ্ট এই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। বিগত দুই দশকে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ক্রমবর্ধমানভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯১ সালের এই হার ছিল ৪৩.৫ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে ১৪.৪ শতাংশে নেমে এসেছিল। কিন্তু করোনাভাইরাস সৃষ্ট অর্থনৈতিক স্থবিরতার ফলে ২০২০ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ১৪.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[৬১] চলমান অতিমারীর প্রকোপে সৃষ্ট অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও মন্দা কাটিয়ে তোলার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকারের মতো বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকার চারটি কৌশল প্রণয়ন করে: সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা, আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম ও মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা।[৬২]

করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সর্বপ্রথম ২০২০ সালের ২৫ মার্চ করোনাভাইরাস মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় একই বছরের ৫ এপ্রিল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে নতুন করে ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্যাকেজের ঘোষণা আসে। পরবর্তীতে ১২ এপ্রিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের জন্য সরকার ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার ঘোষণা করে এবং ৩১ মে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংকঋণ গ্রহীতাদের দুই মাসের সুদ মওকুফ করতে সরকারের পক্ষ থেকে দুই হাজার কোটি টাকার আরেকটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।

২০২০ সালের জুলাই মাসে এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট রিস্ক শেয়ারিং স্কিমের আওতায় সরকার ২ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের জন্য ১ হাজার ১৩২ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এরই ধারবাহিকতায় সরকার ২০২১-২২ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা এবং কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য দ্বিতীয় দফা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এই দুই প্রণোদনা প্যাকেজের আর্থিক পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩ হাজার এবং ২০ হাজার কোটি টাকা।[৬৩] সরকার বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সর্বমোট ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সকল প্রণোদনা প্যাকেজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৬.২৩ শতাংশ।[৬৪]

অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলাতে প্রণোদনা প্যাকেজের কম সুদে ঋণ বিতরণ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সকল স্তরের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি পুষিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য উৎসাহ হিসেবে এই সুবিধা দেওয়া হয়। করোনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের শুরু থেকেই প্রায় বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র পরিলক্ষিত হয়, বিশেষকরে পূর্ববর্তী বড় অংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করা, নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ, জমি-ফ্ল্যাট, অন্য লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্য এই প্রণোদনার অর্থ ব্যবহার করা হয়।

---

[৫৯] World Bank, Responding to the covid-19 pandemic and rebuilding better, available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bb1b191f6b1bd1f932d0ddc5492987ec-0090012021/original/WBG-Responding-to-the-COVID-19-Pandemic-and-Rebuilding-Better.pdf

[৬০] IMF, world economic outlook 2022, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022

[৬১] World Bank, The world Bank in Bangladesh. 21 October 2021, available at: https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#1

[৬২] Finance division, Ministry of Finance, Bangladesh, Socio-Economic Development in Bangladesh & Stimulus Packages to Combat COVID-19, November 2020, available at: https://mof.gov.bd/site/publications/bdf6a97c-7327-4868-b985-7833fdb83574/Socio-Economic-Development-in-Bangladesh-&-Stimulus-Packages-to-Combat-COVID-19

[৬৩] প্রথম আলো, এবার সুযোগ সাধারণ ব্যবসায়ীদের, ১৮ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: **https://www.prothomalo.com/business/bank/**

[৬৪] Finance division, Ministry of Finance, Bangladesh, Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Development in Bangladesh, September 2021. https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/b9bbe265_a15a_4d90_9d09_a1d9980fc1ce/2735%20Com-A%20Socio%20economic%20%20progress_final%20for%20Publication.pdf

এরই সাথে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করার মাধ্যমে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীরা বেশিরভাগ ঋণ নিয়ে নেন।[৬৫] উল্লিখিত এই সকল বিষয় বিবেচনা করে এই অধ্যায়ে করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের অবস্থা সুশাসনের আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়নের অগ্রগতি

করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন ধাপে গৃহীত ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে মোট ১০টি প্যাকেজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্যাকেজের আওতায় মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে কম সুদে ভিন্ন ভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীদের ঋণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে বাস্তবায়িত হওয়া প্রণোদনা প্যাকেজগুলো হচ্ছে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা, প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ সুবিধা, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল, এসএমই খাতের ঋণ নিশ্চয়তা, রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ সুবিধা, গ্রাহকের সুদ ভর্তুকি, কৃষি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম, পর্যটন খাতের হোটেল, মোটেল ও থিম পার্ক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা। প্রথম ধাপে ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ বিতরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে প্রণোদনার বরাদ্দকৃত অর্থ বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ মিলিয়ে এই ১০টি খাতে ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং ১ লাখ ২১৮ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি ৭: বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণকৃত টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা প্যাকেজ	প্রথম ধাপের (২০২০-২১) প্রণোদনার পরিমাণ (কোটি টাকা)	প্রথম ধাপের বিতরণের হার	দ্বিতীয় ধাপের (২০২১-২২) প্রণোদনার পরিমাণ (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় ধাপে বিতরণের হার	দুই ধাপ মিলিয়ে বিতরণের হার
বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত ঋণ সুবিধা	৪০,০০০	৮১.৮%	৩৩,০০০	২৮.৭%	৫৭.৮%
কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ সুবিধা	২০,০০০	৭৬.৯%	২০,০০০	২৭.০%	৫২.০%
প্রি-শিপমেন্ট পুনঃঅর্থায়ন	৫,০০০	৫.৮২%	-	-	-
নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ সুবিধা	৩,০০০	৬১.০%	-	-	-
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল	১২,৭৫০	১০০%	-	-	-
এসএমই খাতের ঋণ নিশ্চয়তা	২,০০০	১.৪৫%	-	-	-
রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণ সুবিধা	৫,০০০	১০০%	-	-	-
কৃষি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম	৫,০০০	৭৯.১%	-	-	-

প্রথম ধাপে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতে বরাদ্দকৃত ৪০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা তহবিল থেকে ৩২ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যা মোট ঘোষিত অর্থের ৮১.৮ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে এই ঋণের সুবিধা পেয়েছে ৩ হাজার ৩০৬টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান। বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতে অর্থনৈতিক স্থবিরতা দূর করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পুনরায় ৩৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই ঋণ পেয়েছে ৯৭২টি প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এই প্রণোদনা প্যাকেজের তহবিল থেকে বিতরণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ২৮.৭ শতাংশ। শিল্প ও সেবা খাতের জন্য গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজের সুদহার ৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ শতাংশ এবং বাকি ৫ শতাংশ সুদ সরকার ভর্তুকির মাধ্যমে পরিশোধ করবে।[৬৬]

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রথম ধাপে বরাদ্দ করা হয় ২০ হাজার কোটি টাকা। এই তহবিলের অধীন বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ১৫ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা মোট ঘোষিত তহবিলের ৭৬.৯ শতাংশ (২০২০-২১ অর্থবছরে)। প্রথম ধাপের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা পেয়েছে ৯৭ হাজার ৮১৪ প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা গ্রাহক। দ্বিতীয় মেয়াদে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং এই পর্যায়ে ১১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭ শতাংশ। দ্বিতীয় মেয়াদে এই তহবিলের অওতায় ঋণ সুবিধা পেয়েছে ৩৫ হাজার ৭৬০টি প্রতিষ্ঠান বা গ্রাহক। এই প্রণোদনা প্যাকেজের জন্য সুদের হার ৯

[৬৫] প্রথম আলো, নয়ছয় হচ্ছে প্রণোদনার ঋণ, সর্তক থাকার নির্দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের, ২৬ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/bank/

[৬৬] প্রথম আলো, দ্বিতীয় দফায় প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন ৬৭ হাজার গ্রাহক, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/bank/

শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে ৪ শতাংশ সুদ এবং সরকার ভর্তুকির মাধ্যমে ৫ শতাংশ সুদ পরিশোধ করবে।[৬৭]

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৫১৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ হয়েছে প্রি-শিপমেন্ট খাতে পুনঃ অর্থায়নে, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে ঋণ বিতরণ হয়েছে ২ হাজার ৪৯২ কোটি টাকা। দুই ধাপে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল থেকে ২১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা, এসএমই খাতের ঋণ নিশ্চয়তা স্কিমের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ১ হাজার ৯৩৩ কোটি টাকা, রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকা, গ্রাহকদের সুদ ভর্তুকি খাতে ১ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা ও কৃষি খাতের পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৪ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে। অন্যদিকে পর্যটন খাতের হোটেল, মোটেল ও থিম পার্কের কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য বরাদ্দকৃত ১ হাজার কোটি টাকা থেকে কোনো ঋণ বিতরণ করা হয়নি।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

প্রণোদনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাড়া প্রদানে ঘাটতি

করোনাভাইরাস সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকবিলায় প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রয়ী ব্যাংক ঋণের ওপর সুদহার কমিয়ে এবং ঋণ প্রদান করার নিয়ম-নীতি শিথিল করার রূপরেখা নিরূপণ করে। সুদের হার কম হওয়ার কারণে এই ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আগ্রহী ছিল। শিল্প ও সেবা খাতের তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ করার ক্ষেত্রে চলতি মূলধন হিসেবে ঋণ গ্রহণের শর্ত আরোপ করা হয় এবং খেলাপি ঋণের তালিকাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান ঋণের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবয়নে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যাংক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর সক্ষমতা পর্যালোচনা করা হয়নি। কিন্তু প্রণোদনা বিতরণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একাধিকবার ঋণ খেলাপি হিসেবে পরিচিত প্রতিষ্ঠান প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে। প্রথম ধাপে শিল্প ও সেবা খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বড় অংশ প্রণোদনা হিসেবে অল্প কয়েকটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়েছে।[৬৮]

অন্যদিকে, করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। করোনাভাইরাসের প্রভাবে ২৫-৩০ শতাংশ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মোট শিল্পখাতের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হলেও এ খাতের জন্য বরাদ্দ প্রণোদনা পর্যাপ্ত নয়।[৬৯] করোনাভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প খাতের মধ্যে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। গবেষণার জরিপে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪২.৯ শতাংশ কুটির, ৩৩.৮ শতাংশ ক্ষুদ্র, ৯.৬ শতাংশ মাঝারি উদ্যেক্তা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪.৮ শতাংশ নারী ও ৩০.৩ শতাংশ পুরুষ উদ্যোক্তা করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তারা ক্ষতির ধরন হিসেবে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লকডাউনের কারণে ব্যবসা সাময়িক বন্ধ থাকা (৮৫.৫%), ব্যবসা বন্ধ থাকাকালীন শ্রমিকদের বেতন প্রদান করা (প্রায় ৮৪%), ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়া (৬৮.৬%), উৎপাদন কমে যাওয়া (৬২%), বিক্রয় না হওয়ার কারণে পণ্য নষ্ট (৪৫.৬%), এবং টাকার অভাবে বা মূলধন না থাকায় দক্ষ শ্রমিক হারানো (৩২.৮%) ইত্যাদি। অন্যদিকে ১১.৩ শতাংশ উদ্যোক্তা জানিয়েছেন যে করোনাভাইরাসের কারণে তাদের ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অপর্যাপ্ত পরমিাণ বরাদ্দকৃত অর্থও ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছাচ্ছে না। প্রথম ধাপে বিতরণ করা ঋণের ১৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ব্যবসা ও সেবা খাতের উদ্যোক্তারা পেয়েছেন বেশি এবং উৎপাদন খাতের উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ পাওয়ার সংখ্যা তুলনামূলক কম। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে প্রথম ধাপের শিল্প ও সেবা খাতের এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রণোদনা ঋণ অধিকাংশ সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, দ্বিতীয় ধাপের প্রণোদনা ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোক্তা প্রথম ধাপে প্রণোদনা পেয়েছেন বিশেষ করে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ব্যবসায়ীরা তারা পুনরায় ঋণের আবেদন করতে পারবেন না। অপরদিকে শিল্প ও সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের মাঝে যারা চলতি মূলধনের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ নিয়েছেন তাদের কেউ আর ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে না। এই খাতে প্রণোদনা ঋণ বিতরণের শর্ত শিথিল ও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুবিধা রাখা হয় দ্বিতীয় ধাপে।[৭০]

ঋণ বিতরণের শর্ত শিথিল ও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করার পরও জরিপে দেখা যায়, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রণোদনা প্যাকেজের জন্য আবেদন করেছেন মাত্র ৩৬.৪% উদ্যোক্তা। প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন না করা উদ্যোক্তারা কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রণোদনা ঋণের আবেদনের নিয়মকানুন সম্পর্কে তারা জনতো না।

[৬৭] প্রথম আলো, দ্বিতীয় দফায় প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন ৬৭ হাজার গ্রাহক, প্রাগুক্ত

[৬৮] প্রথম আলো, প্রণোদনার ঋণের ২৫% গেছে বড় ১৫ গ্রুপের কাছে, ২০ ডিসেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/bank/

[৬৯] কালেরকণ্ঠ, করোনায় বিপর্যস্ত এসএমই খাত, ২০ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/business/2021/08/20/1065252

[৭০] প্রথম আলো, এবার সুযোগ সাধারণ ব্যবসায়ীদের, ১৮ জুলাই ২০২১, প্রাগুক্ত

এছাড়া জটিল আবেদন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় দলিল/নথি জোগাড় করতে না পারা, প্রয়োজনীয় পরিমাণ জামানত না থাকা, প্রতিযোগিতা বেশি ও ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল ইত্যাদি।

চিত্র ১২: প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন না করার কারণ

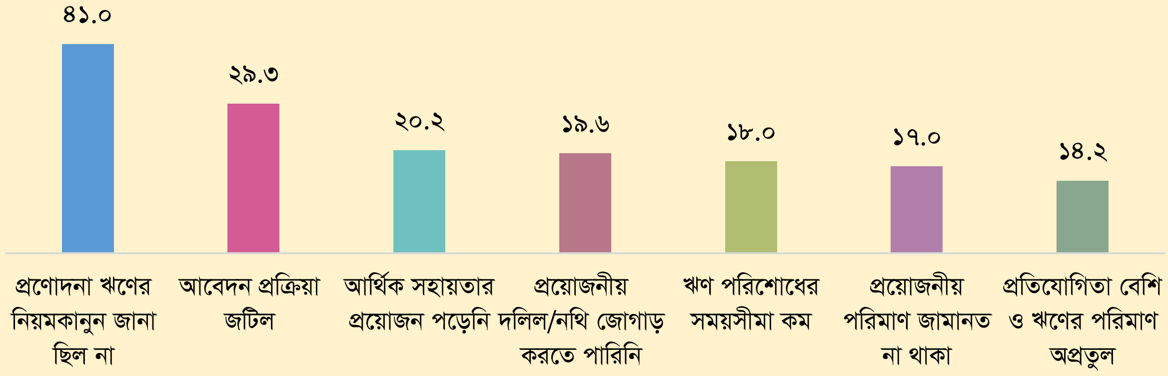

জরিপে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ৮৯ শতাংশ উদ্যোক্তা ঋণ পাননি। প্রণোদনা ঋণ না পাওয়ার কারণ হিসেবে কারও তদরিব না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন প্রায় এক চতুর্থাংশ (২৫.৪%) উদ্যোক্তা। এছাড়া ঋণ না পাওয়ার অন্যান্য কারণ হিসেবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার, জামানত না থাকা, পূর্বের ঋণ থাকা, ব্যাংকে বরাদ্দকৃতক প্রণোদনার টাকা শেষ হয়ে যাওয়া, ব্যাংক কর্মকর্তাদের কমিশন/ঘুষ না দেওয়ায় অসহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো জরিপে উঠে আসে।

চিত্র ১৩: প্রণোদনা ঋণ না পাওয়ার কারণ (উদ্যোক্তার হার)

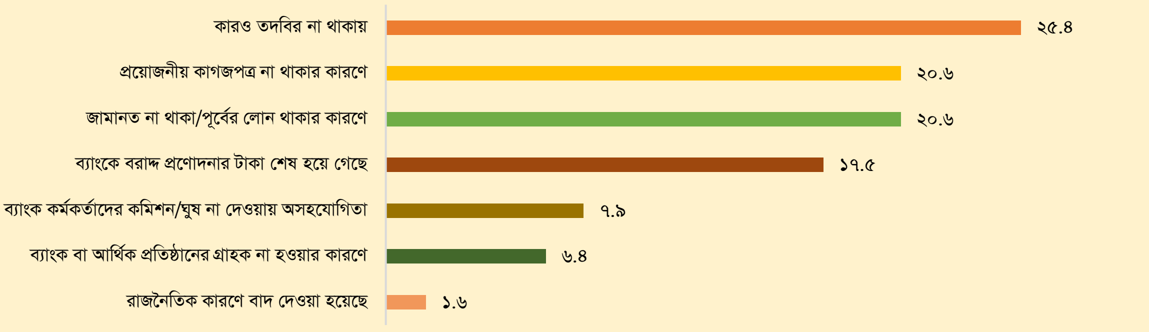

প্রণোদনা ঋণের আবেদন করতে গিয়ে ৬৭.৫ শতাংশ উদ্যোক্তা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- সঠিকভাবে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা মূল্যায়ন না করা, একই কাজে বারবার ব্যাংকে যেতে হওয়া, অপ্রয়োজনীয় ও নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত দলিল চাওয়া, ঋণের টাকা পেতে বিলম্ব অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় ঋণ না পাওয়া, প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা পাওয়া ইত্যাদি। দু-একটি ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণের আবেদন করতে গিয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া গ্রাম অঞ্চলে এবং আদিবাসী এলাকাগুলোতে ঋণ প্রদানে বৈষম্যের তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে।

চিত্র ১৪: প্রণোদনা ঋণ আবেদন/গ্রহণ প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ (উদ্যোক্তার হার)

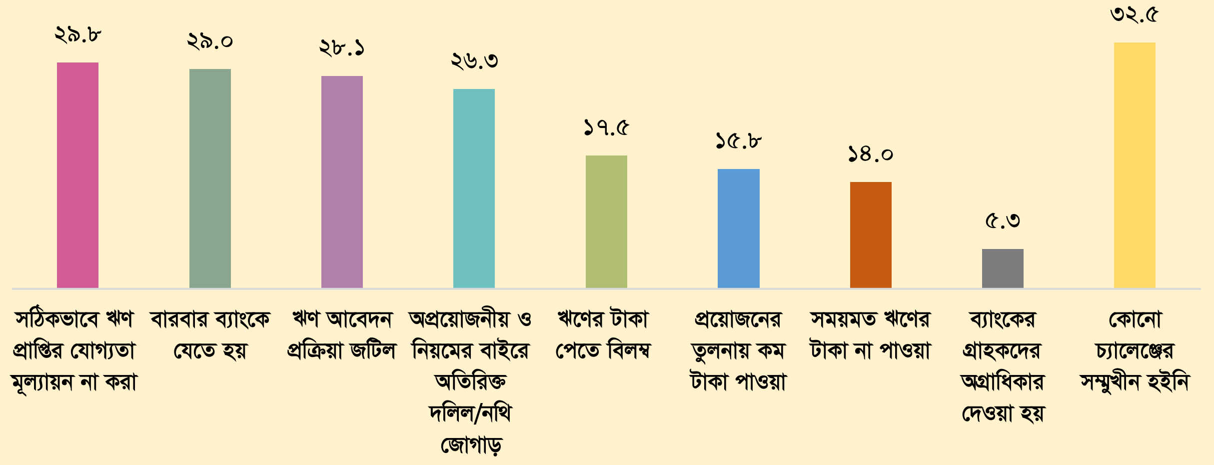

প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলো উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকারে উঠে আসে। একজন নারী উদ্যোক্তা বলেন, "একটি বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছি। নারী উদ্যোক্তা হওয়ায় প্রণোদনা পেতে বিভিন্ন ঝামেলার শিকার হয়েছি। এমনকি আমার কাছে আমার স্বামীর চাকরির কাগজপত্র পর্যন্ত চেয়েছিলো।" অন্যদিকে একজন আদিবাসী নারী উদ্যোক্তা বলেছেন, "আমরা আদিবাসীরা যারপর নাই বৈষম্যের শিকার। ব্যাংকে গিয়ে ঋণের কথা বললে তারা বলে আপনাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা নাই। করোনার সময় কাউকে পেলাম না আমাদের সাহায্য করার জন্য। ব্যাংক থেকে সাধারণ ঋণই পাই না, প্রণোদনা তো দূরের বিষয়।" উপজেলা পর্যায়ের উদ্যোক্তা বলেছেন, "ব্যাংক থেকে বলেছে উপজেলা পর্যায়ে কোনো প্রণোদনা ঋণ দেওয়া হয় না।"

অন্যদিকে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার বিষয়ে একজন উদ্যোক্তা একজন ব্যাংক কর্মকর্তার মন্তব্য তুলে ধরেন, "আমার ব্যাংকের টাকা, আমি দিবো কি দিবো না সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ কেন মানবো?"

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে প্রণোদনা প্যাকেজের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সঠিক প্রক্রিয়ায় জানানো হয়নি। আবেদন প্রক্রিয়া সাধারণ ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ জটিল এবং ঋণ গ্রহণের শর্তসমূহ আবেদন করতে নিরুৎসাহিত করেছে। সেই সাথে ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতামূলক আচরণ আবেদন ও ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।

প্রণোদনা প্রাপ্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

করোনাকালীন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রণীত অর্থনৈতিক প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২৩ শতাংশ উদ্যোক্তা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। অনিয়ম-দুর্নীতির প্রধান ধরন হিসেবে ৪৫ শতাংশ উদ্যোক্তা সময়ক্ষেপণের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ব্যাংক থেকে তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, ঋণের জন্য তদবির যোগাড় করা, হয়রানির শিকার হওয়া, নির্ধারিত কোটার টাকা অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন জরিপে উঠে আসে।

চিত্র ১৫: প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

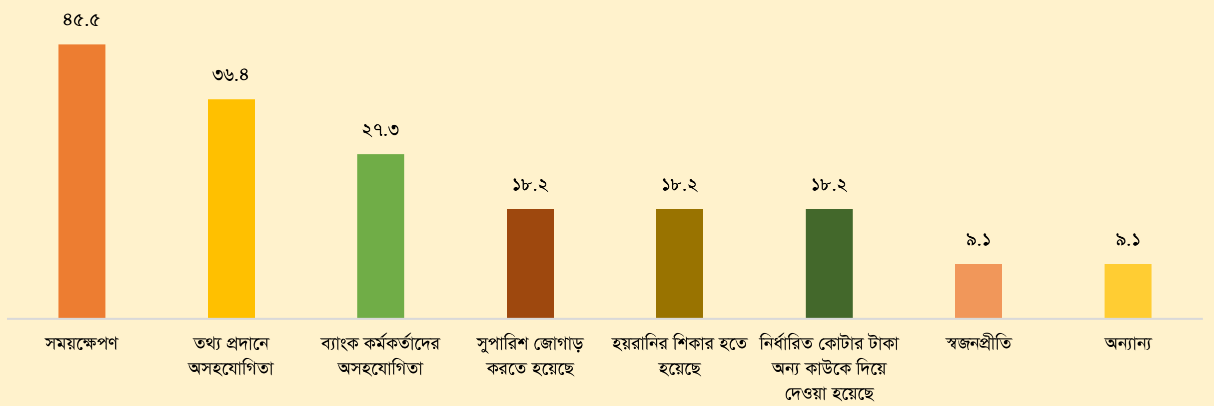

প্রণোদনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে একজন উদ্যোক্তা বলেন যে, "ব্যাংক বলেছে আমাদের কাছে ফান্ড নাই, কথা বলার সুযোগ দেয়নি, ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাকে বিদায় করে দিয়েছে। পরে ব্যাংকের একজন বলছিল ১০% দিতে পারলে টাকা পাওয়া যাবে।"

উপসংহার

করোনাভাইরাস সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট প্রায় সারবিশ্বেই বিশেষ করে নিম্ন ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করেছে। এই অতিমারী সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশও সংকট ও পরিস্থিতি বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন খাতের জন্য পৃথক পৃথক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। প্রণোদনা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি তথাপি অর্থনীতিকে চলমান রাখা। বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অংশ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা এবং করোনাভাইরাসের প্রভাবে এই খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হলেও প্রণোদনা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই খাতসংশ্লিষ্টরা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রণোদনা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানে ঘাটতি, জটিল ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া, ঋণ গ্রহণের কঠিন শর্তসমূহ উদ্যোক্তাদের আবেদন করতে নিরুৎসাহিত করেছে। ফলে খুব কম সংখ্যক উদ্যোক্তার কাছে এই ঋণ সুবিধা পৌঁছাচ্ছে। এর সাথে অঞ্চল, শ্রেণি, জাতি ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছাতে পারছে না।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম, এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান এবং সেবা সম্প্রসারণ করা হয়নি, যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রমে সকলের জন্য সমপ্রবেশগম্যতা ও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজমান। এটি সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে ও অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে। প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকায় করোনাভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না যা সুশাসনের সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ।

গবেষণার সুপারিশ

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত

১. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি ও প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি জেলায় আইসিইউ শয্যা, আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষ করতে হবে।

২. সরকারি পরীক্ষাগারে বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার ফি হ্রাস করতে হবে।

কোভিড-১৯ টিকা সম্পর্কিত

৩. বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে এবং টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৪. মাঠ পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাঠকর্মীদের ব্যবহার করে প্রত্যন্ত এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে নিবন্ধন ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রথম ডোজ পাওয়া বিশেষত নিবন্ধন ব্যতীত টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ নিশ্চিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।

প্রণোদনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত

৬. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা সমিতির সহায়তায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনা ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে।

৭. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সম্পর্কিত

৯. টিকা প্রাপ্তির উৎস, ক্রয়মূল্য, বিতরণ ব্যয়, মজুদ ও বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১০. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও টিকা সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

****

সংযুক্তি ১: তথ্যপঞ্জি

১. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ট্র্যাকিং সার্স-কোভ-২ ভ্যারিয়েন্ট, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ডিজিজ (কোভিড-১৯): ভ্যারিয়েন্ট অব সার্স-কোভ-২, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-%28covid-19%29-variants-of-sars-cov-2?gclid=EAIaIQobChMIlv-_0ZTb9QIVHZlmAh3MkwSJEAAYAyAAEgL9w_D_BwE

৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কোভিড-১৯ উইকলি ইপিডেমিওলজিক্যাল আপডেট, সংস্করণ ৭৬, ২৫ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ডিজিজ (কোভিড-১৯): ভ্যাকসিন, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?gclid=EAIaIQobChMI8OGB3-Lb9QIVT5pmAh2X_AYGEAAYASAAEgIr-PD_BwE&topicsurvey=v8kj13)

৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news/item/23-12-2021-achieving-70-covid-19-immunization-coverage-by-mid-2022#_ftnref1

৬. জাতিসংঘ, কোভিড ভ্যাকসিন: ওয়াইডেনিং ইনইক্যুয়ালিটি এন্ড মিলিয়ন ভালনারেবল, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://news.un.org/en/story/2021/09/1100192

৭. দ্য ডেইলি স্টার, 'দেশে শনাক্ত ৯৮ শতাংশ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত: বিএসএমএমইউ,' ৫ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangla/89-246901

৮. বিবিসি নিউজ বাংলা, 'কোভিড: বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আবারও একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ছুঁয়েছে, প্রাণহানি ২৩ হাজার ছাড়িয়েছে', ১০ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-58158879

৯. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ২৪ জুলাই ২০২১।

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা, ৪ এপ্রিল ২০২১, সূত্র নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১

১১. বিবিসি নিউজ বাংলা, 'করোনাভাইরাস: বাংলাদেশে ১১ই আগস্ট থেকে শিথিল লকডাউনে যা খুলে দেয়া হচ্ছে', ৮ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-58135317

১২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ২০ নভেম্বর ২০২১।

১৩. কালেরকণ্ঠ, ওমিক্রন ঠেকাতে বিধি-নিষেধ আসছে, ৩০ নভেম্বর, ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/national/2021/11/30/1096911

১৪. যুগান্তর, 'দেশে প্রথম ওমিক্রন শনাক্ত', ১২ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/497048/

১৫. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ৩১ মার্চ ২০২২। বিস্তারিত দেখুন: https://old.dghs.gov.bd/index.php/bd/component/content/article?layout=edit&id=5612

১৬. ডয়েচেভেলে, কোভিড ইন বাংলাদেশ: হাই হ্যাভ লকডাউনস প্লাঙ্কজড মিলিয়ন ইনটু পোভার্টি, ১৬ নভেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dw.com/en/covid-in-bangladesh-how-have-lockdowns-plunged-millions-into-poverty/a-59835993

১৭. ব্র্যাক, করোনার টিকা নিয়ে আপনার যত প্রশ্ন, বিস্তারিত দেখুন: https://www.brac.net/covid19/res/COVID-FAQ-bn.pdf

১৮. প্রথম আলো, 'হঠাৎ ১০ শতাংশ মানুষ টিকা থেকে বাদ, ' ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3mxxummr

১৯. প্রথম আলো, 'দেশ জুড়ে টিকাদান শুরু আজ,' ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

২০. The Daily Star, First dose of Covid-19 vaccination to be suspended from tomorrow: DGHS, 25 April 2021, available on: https://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/first-dose-covid-19-vaccination-be-suspended-tomorrow-dghs-2083521

২১. বিবিসি বাংলা নিউজ, কোভিড: বাংলাদেশে আবারও শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম, টিকা পাবেন তিন ক্যাটাগরির মানুষ, ১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-57682011

২২. আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডাটা, হুইচ কান্ট্রিস আর অন ট্র্যাক টু রিচ গ্লোবাল কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশন টার্গেট, ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://ourworldindata.org/covid-vaccination-global-projections

২৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ক্লিনিক্যাল কেয়ার ফর সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন: টুলকিট কোভিড-১৯ অ্যাডাপ্টেশন, ২০২০, জেনেভা, বিস্তারিত দেখুন: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331736

২৪. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত পরিস্থিতি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২। বিস্তারিত দেখুন: https://old.dghs.gov.bd/index.php/bd/component/content/article?layout=edit&id=5612

২৫. পরিকল্পনা বিভাগ, একনেক কর্তৃক COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness (WB-GOB) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন, ১৬ জুন ২০২০, স্মারক নং: ২০.০০.০০০০.৪১২.০৬, ০৩৯.২০-১৫১

২৬. বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ: কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রজেক্টস, প্রজেক্ট পেপার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099840002072227610/bangladesh000s000procurement0plan02

২৭. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, করোনাভাইরাস ডিজিজ (কোভিড-১৯): ভ্যাকসিন, ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?gclid=EAIaIQobChMI8OGB3-Lb9QIVT5pmAh2X_AYGEAAYASAAEgIr-PD_BwE&topicsurvey=v8kj13)

২৮. গ্যাভি, দ্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রেস-উইকলি আপডেট, ১২ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race

২৯. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, গ্লোবাল ড্যাশবোর্ড ফর ভ্যাকসিন ইক্যুয়িটি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://data.undp.org/vaccine-equity/

৩০. প্রথম আলো, 'দেশে মাসে ২৫ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা,' ১০ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

৩১. বিবিসি বাংলা নিউজ, কোভিডঃ বাংলাদেশে আবারও শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম, টিকা পাবেন তিন ক্যাটাগরির মানুষ, ১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.bbc.com/bengali/news-57682011
৩২. জুলকারনাইন, মো. এবং প্রমূখ, করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলাঃ কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ৮ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6286-2021-06-08-04-00-01
৩৩. বাংলা ট্রিবিউন, ভ্যাকসিন কার্যক্রমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অষ্টম স্থানেঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ২৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.banglatribune.com/national/735855/
৩৪. কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ট্র্যাকার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুনঃ https://covid19.trackvaccines.org/country/bangladesh/
৩৫. গ্যাভি, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বুস্টার্সঃ ইজ থার্ড ডোজ রিয়েলি নিডেড, ১২ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://tinyurl.com/ebj8sksw
৩৬. প্রথম আলো, 'বুস্টার' ডোজ দেওয়া শুরু, নতুন নিবন্ধনের দরকার নেই, ২৮ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://tinyurl.com/3taap2h6
৩৭. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.who.int/news/item/23-12-2021-achieving-70-covid-19-immunization-coverage-by-mid-2022#_ftnref1
৩৮. প্রথম আলো, হঠাৎ ১০ শতাংশ মানুষ টিকা থেকে বাদ, ২৩ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুনঃ https://tinyurl.com/3mxxummr
৩৯. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান ফর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ইন বাংলাদেশ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা।
৪০. প্রথম আলো, চুক্তিতেই আছে দায়মুক্তি, ৭ মে ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://tinyurl.com/yc4fau67
৪১. ভয়েস অব আমেরিকা, দাম প্রকাশ করে দেয়ায় সিনোফার্মের টিকা নিয়ে নতুন সংকট, ৩ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.voabangla.com/a/bangladesh-faces-a-new-crisis-with-sinopharm-vaccine/5915009.html
৪২. বণিক বার্তা, কোভ্যাক্স থেকে কেনা হচ্ছে সাড়ে ১০ কোটি ডোজ টিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://bonikbarta.net/home/news_description/274867/
৪৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান ফর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ইন বাংলাদেশ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা।
৪৪. ইউনিসেফ, কোভ্যাক্স রেডিনেস এন্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপের, ১০ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.unicef.org/documents/costs-and-predicted-financing-gap-deliver-covid-19-vaccines-133-low-and-middle-income
৪৫. World Bank, Responding to the covid-19 pandemic and rebuilding better, available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/bb1b191f6b1bd1f932d0ddc5492987ec-0090012021/original/WBG-Responding-to-the-COVID-19-Pandemic-and-Rebuilding-Better.pdf
৪৬. IMF, world economic outlook 2022, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022
৪৭. World Bank, The world Bank in Bangladesh. 21 October 2021, available at: https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#1
৪৮. Finance division, Ministry of Finance, Bangladesh, Socio-Economic Development in Bangladesh & Stimulus Packages to Combat COVID-19, November 2020, available at: https://mof.gov.bd/site/publications/bdf6a97c-7327-4868-b985-7833fdb83574/Socio-Economic-Development-in-Bangladesh-&-Stimulus-Packages-to-Combat-COVID-19
৪৯. প্রথম আলো, এবার সুযোগ সাধারণ ব্যবসায়ীদের, ১৮ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.prothomalo.com/business/bank/
৫০. Finance division, Ministry of Finance, Bangladesh, Socioeconomic Progress and Recent Macroeconomic Development in Bangladesh, September 2021. https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/b9bbe265_a15a_4d90_9d09_a1d9980fc1ce/2735%20Com-A%20Socio%20economic%20%20progress_final%20for%20Publication.pdf
৫১. প্রথম আলো, নয়ছয় হচ্ছে প্রণোদনার ঋণ, সর্তক থাকার নির্দেশ কেন্দ্রীছ ব্যাংকের, ২৬ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.prothomalo.com/business/bank/
৫২. প্রথম আলো, দ্বিতীয় দফায় প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন ৬৭ হাজার গ্রাহক, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.prothomalo.com/business/bank/
৫৩. প্রথম আলো, প্রণোদনার ঋণের ২৫% গেছে বড় ১৫ গ্রুপের কাছে, ২০ ডিসেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.prothomalo.com/business/bank/
৫৪. কালেরকণ্ঠ, করোনায় বিপর্যস্ত এসএমই খাত, ২০ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুনঃ https://www.kalerkantho.com/online/business/2021/08/20/1065252